তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পে সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	০৩	০৩	-	-	০১	০৩	৫০% ১৫৯%	০১	-১২.৮৮% ২৬.৭১%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ৩টি

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দু'টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)	আমদানীযোগ্য স্টুডিও যন্ত্রপাতি সংস্থাপন, টেস্টিং, ট্রেনিং ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন করে সুষ্ঠুভাবে সম্প্রচার উপযোগী করাসহ আনুষঙ্গিক কাজ ও উদ্বোধনী কার্যক্রমের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ে।

ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দু'টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)

শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর/২০১৮)

০১. প্রকল্পের নাম : ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দু'টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)

০২. প্রকল্পের অবস্থান : ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জ।

০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বেতার।

০৪. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : তথ্য মন্ত্রণালয়।

০৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)**	**পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়নকাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)**	**অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)**
মূল (প্রঃ সাঃ)	**সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)**		**মূল**	**সংশোধিত**			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৬৩০.৫০	১০০০৮.১১	৯৬৬৮.৮৯	জুলাই/২০১২ হতে জুন, ২০১৫	জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৮ (৬মাসের মেয়াদবৃদ্ধিসহ)	জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৮ (৬মাসের মেয়াদবৃদ্ধিসহ)	২৩৭৭.৬১ ৩১.১৬%	৩ বছর ১১৬.৬৬%

০৬। প্রকল্পের অর্থায়নঃ সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন:

তথ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ মাত্র			প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		সংখ্যা/ পরিমান	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক)	রাজস্ব ব্যয় :						
১	জনবলের বেতন	৯ জন	৬৫.৫৫		৬৪.২২		
২	ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা	থোক	৯.৩০		৯.০২		
৩	গ্যাস ও ফুয়েল	থোক	২০.৩০		২০.৩০		
৪	কমিশন	থোক	৪৫.১০		৪৫.১০		
৫	স্টেশনারী	থোক	১৯.৯০		১৯.৯০		
৬	আপ্যায়ন	থোক	০.৬৫		০.৬৩		
৭	পরামর্শক	থোক	৩৭.০০		৩৬.৯৯		
৮	সম্মানী	থোক	২৭.৯০		২৬.১৭		
৯	হায়ারিং চার্জ	১টি গাড়ী	৩১.৬০		৩১.৩৮		
১০	বিদ্যুত (অন্যান্য ব্যয়)	থোক	৫৪.০০		৫৩.৮২		
১১	ব্যাংক চার্জ (ইন্সুরেন্স এবং ব্যাংক চার্জ)	থোক	৪৯.৭০		৪৯.৭০		
১২	বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	১৪.৮৫		১৪.৮৪		
	(ক) উপ-মোট -		**৩৭৬.০০**		**৩৭২.০৭**		
(খ) মূলধন							

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ মাত্র			প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		সংখ্যা/ পরিমান	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩	রেডিও যন্ত্রপাতি	বিভিন্ন রকমের আইটেম	২৫৩০.২৭ (২২৫৪.২৭)		২৪৭২.৫০ (২২০১.৬৭)		
১৪	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি	কতিপয় আইটেম	৭.৬০		৩.৪৯		
১৫	অফিস সরঞ্জাম	কতিপয় আইটেম	১৬.৫০		১৬.২২		
১৬	আসবাবপত্র	বিভিন্ন রকমের আইটেম	১৯৭.৫০		১৯৭.০৪		
১৭	ভূমি অধিগ্রহন	গোপালগঞ্জে ৩ একর	৩৫৮.০০		৩৫৭.৯৩		
১৮	অনাবাসিক ভবন (ভূমি উন্নয়ন, অফিস বিল্ডিং, অন্যান্য ভবন নির্মাণ ও অবকাঠামো)	অফিস বিল্ডিং-এর সাথে স্টুডিও ভবনএ বং বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো	৫৭২২.২৪		৫৬৫১.৬৬		
১৯	কাস্টম ডিউটি (সিডি/ভ্যাট)	থোক	৮০০.০০		৫৯৭.৯৮		
(খ) উপ-মোট -			**৯৬৩২.১১ (২২৫৪.২৭)**		**৯২৯৬.৮২ (২২০১.৬৭)**		
সর্বমোট (ক+খ):			**১০০০৮.১১ (২২৫৪.২৭)**		**৯৬৬৮.৮৯**		

সূত্র: পিসিআর অনুযায়ী

০৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:

ডিপিপি'তে ভৌত কাজের ক্ষেত্রে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং কাজের উল্লেখ থাকলেও শুধু ফরিদপুর আইএমটি-তে কাজটি করা হয়েছে অবশিষ্ট ৪টি আইএমটি-তে করা হয়নি। কি কারণে গণপূর্ত এটি কাজটি করেনি এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে কোন তথ্য দিতে সক্ষম হয়নি। গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে এর সঠিক কারণ জানা যেতে পারে।

০৯। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৯.১ প্রকল্পের পটভূমি:

বাংলাদেশের শ্রম বাজারে উদ্বৃত্ত শ্রমিক থাকা সত্বেও বেকারত্ব এদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। শ্রম বাজারের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনশক্তি অদক্ষ বিধায় শ্রম বাজারে এদের চাহিদা অতি নগণ্য। দেশে কর্মপোযোগী যুবকদের দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করা সম্ভব হলে বেকারত্বের অভিশাপ অনেকাংশে দূর হবে এবং এতে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে। দেশে বিদেশে ক্রমবিকাশমান জাহাজ নির্মাণ শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী সময়োপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার উদ্দেশ্যেই এ প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে।

৯.২ প্রকল্পের উদ্যেশ্য:

- নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার নিমিত্তে ০৫টি মেরিন ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ লোকবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত কর্মপোযোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা;
- জলপথ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনগোষ্ঠি তৈরি করা; এবং
- দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব দুরীকরণ।

৯.৩ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন;
- প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ডরমিটরী ভবন নির্মাণ(৫টি আইএমটি'র জন্য) ;
- প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার নির্মাণ (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- পাম্প হাউজ নির্মাণ (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ওয়াটার রিজার্ভার (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- গ্যারেজ এবং সাইকেল শেড নির্মাণ (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- আরসিসি এপ্রোচ রোড (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- কম্পাউন্ড ড্রেইন(৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (৩টি আইএমটি'র জন্য);
- কম্পাউন্ড লাইট (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ওভারহেড লাইন (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ৫০০কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপন (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- পিডিবি/আরইবি কানেকশন(৫টি আইএমটি'র জন্য);
- এয়ার কুলার (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- পাম্প মোটর (৫টি আইএমটি'র জন্য;
- ফয়ার ফাইটিং সিস্টেম (৫টি আইএমটি'র জন্য),
- পিবিএক্স-ইন্টারকম সিস্টেম (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- কনফারেন্স সিস্টেম (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- সোলার প্যানেল স্থাপন (৫টি আইএমটি'র জন্য);
- যানবাহন, অফিস যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় (প্রকল্প অফিস ও ৫টি আইএমটি'র জন্য);
- ছাত্র এবং ছাত্রীবাসের জন্য আসবাব ও বিছানাপত্র ইত্যাদি ক্রয় (৫টি আইএমটি'র জন্য)।

৯.৪ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:

বিবরণ	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
মূল	৩০-০৩-২০১০	একনেক
১ম সংশোধিত	২২-০৭-২০১২	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২য় সংশোধিত	১৮-০৮-২০১৪	পরিকল্পনা কমিশন
৩য় সংশোধিত	২৪-০৮-২০১৬	একনেক
মেয়াদ বৃদ্ধি (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে)		পরিকল্পনা কমিশন

৯.৫ ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা:

৩য় সংশোধন অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল এপ্রিল ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে ৫টি আইএমটি'তে ৬ তলা বিশিষ্ট মহিলা ডরমিটরির পূর্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে মুন্সিগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ আইএমটি'তে বিলম্বে কাজ শুরু হওয়ায় পূর্ত কাজ অধিকাংশই অবশিষ্ট থেকে যায়। এমতাবস্থায় গণপূর্ত অধিদপ্তর ২৭/০৯/২০১৭ তারিখে এক পত্র মারফত প্রকল্প পরিচালক'কে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করে। গণপূর্তের পত্রের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'তে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করে। আইএমইডি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির সুপারিশ করে। অতঃপর পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির আদেশ জারি করা হয়।

১০। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: প্রকল্পের আওতায় ৫টি জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহায়তায় সম্পন্ন হয়। যানবাহন, যাবতীয় ইক্যুপমেন্ট ও সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং কাঁচামাল ক্রয় কার্যক্রম প্রকল্প কর্তপক্ষ ও প্রকল্প অফিস কর্তৃক সম্পন্ন হয়। ৫টি আইএমটি'র ভূমি উন্নয়ন ও মাটি পরীক্ষা, ভৌত নির্মাণ এবং এক্সটারনাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কার্যক্রম গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়।

১১। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।
(ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২। প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ:

১২.১ গত ২০-১০-২০১৯ তারিখ প্রকল্পের বাগেরহাট অংশ, ২১-১০-২০১৯ তারিখ ফরিদপুর অংশ এবং ২৩-১১-২০১৯ তারিখ প্রকল্পের মুন্সিগঞ্জ অংশের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (মুন্সিগঞ্জ অংশের), সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ, ইন্সট্রাক্টরবৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। গত ০৫-১২-২০১৯ তারিখ প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করা হয়।

১২.২ ভূমি ক্রয়: প্রকল্পের আওতায় ৫টি জেলায় (মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট) ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) স্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিটি ইনস্টিটিউটের জন্য ২.৫ এক করে মোট ১২.৫ একর ভূমি ক্রয় করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৮৫৭.৭২ লক্ষ টাকা।

১২.৩ ভৌত এবং ইলেট্রিফিকেশন কার্যক্রম: প্রকল্পের আওতায় ৫টি আইএমটি'র জন্য ভৌত ও এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন কার্যক্রম যেমন- ভূমি উন্নয়ন, সয়েল টেস্ট, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, ডরমিটরী ভবন নির্মাণ, প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ, পাম্প হাউজ নির্মাণ, ওয়াটার রিজার্ভার, গ্যারেজ এবং সাইকেল শেড নির্মাণ, আরসিসি এপ্রোচ রোড, কম্পাউন্ড ড্রেইন, ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (৩টি আইএমটি-তে), কম্পাউন্ড লাইট, ওভারহেড লাইন, ৫০০কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপন, পিডিবি/আরইবি কানেকশন, এয়ার কুলার, পাম্প মোটর, ফয়ার ফাইটিং সিস্টেম, পিবিএক্স-ইন্টারকম সিস্টেম, কনফারেন্স সিস্টেম, সোলার প্যানেল স্থাপন ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে। এসব কার্যক্রম গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিপিপি অনুসরণ করে এসব কার্যক্রম ওটিএম, কোন কোন ক্ষেত্রে এলটিএম এবং কয়েকটি আইটেম ডিপিএম পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানা যায়। ভৌত এবং ইলেক্ট্রিফিকেশন কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত ১৭৩৫৬.৯৩ লক্ষ টাকার অনকূলে ১৭০৭৪.৪৫ লক্ষ টাকা (৯৮.৩৭%৬) ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে।

১২.৪ আইএমটিসমূহে ট্রেডভিত্তিক যেসব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ:

মেশিন সপ

লেদ মেশিন, স্যাপার মেশিন, গ্র্যান্ডিং মেশিন, ড্রিল মেশিন, অটোশেয়ারিং মেশিন, রেডিয়েল ড্রিল মেশিন, হরি জেন্টাল ব্যান্ড স মেশিন, অটোমেটিক কাটিং মেশিন, ইনভারস্যাল কাটার গ্রান্ডিং মেশিন, ইনভারস্যাল টুলস গ্রান্ডিং মেশিন, পাওয়ার হ্যাক্স মেশিন, বেঞ্চ গ্রান্ডিং মেশিন ইত্যাদি।

ওয়েল্ডিং সপ

পাওয়ার হ্যাক্স মেশিন, বেঞ্চ গ্রান্ডিং মেশিন, বেঞ্চ ড্রিলিং মেশিন, ইয়ার প্লাজমা কাটিং,আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন, স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন, প্রোটেবল আর্ক ওয়েল্ডিং , টিগ ওয়েল্ডিং মেশিন, মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন, কাটিং মেশিন, প্রোটেবল ওয়েল্ডিং ডাই, সিলিন্ডার অক্সিজেন, সিলিন্ডার এসিড্রিলিং ইত্যাদি।

আই সি ইঞ্জিন ওয়ার্কসপ

ডিজেল জেনারেটর সিস্টেম, ডিজেল ইনজেক্টর পাম্প, ডিজেল ইঞ্জিন, ইনজেক্টর - নজেল টেস্টার, ড্রিলিং মেশিন, আই, পি, এস, ট্রপিক সিগনেল কন্ট্রোল সিস্টেম, ফায়ার পাম্প, প্যাডেল স্টার গ্রান্ডিং মেশিন, পপ টেস্টার, ইউনিক ইনজেক্টর টেস্টার, জিপিএস মেরিন নেভেটিং সফটওয়ার সিস্টেম, মেরিন মুলটিং ফুলটিং রাডার সিস্টেম, শীপ অটো প্লেট সিস্টেম, ফোর স্টোক ইঞ্জিন, সিমুলেটর ইডুকেশন সিস্টেম, ফোর সিলিন্ডার ক্রস সেকশন ডিজেল ইঞ্জিন, মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন, মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন, এয়ার কমপ্রেসার পাওয়ার, স্প্রে পেইন্ট মেশিন উইথ কমপ্রেসার, কুলেন সিস্টেম সেমুলেটর,ইত্যাদি।

ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ল্যাব

ওভারহেড প্রজেক্টর, ষ্টেপ মটর ট্রেইনার, সারবো মটর, ডি.সি পাওয়ার সাপ্লাই, ইনভেরেটর মটর ট্রেইনার, ও.সি অল এস.কুপ, পাওয়ার ইলেকট্রিক্যাল ট্রেইনার, ইনডেকশন মটর ওনডিং ট্রেইনার, ইলেকটো প্যানাসেটিক ট্রেইনার, ইলেকট্রিক্যাল মেশিন সিস্টেম, ১২ বোল্ড ব্যাটারী, ড্রিল মেশিন, বুলোয়ার মেশিন-৬০০ ওয়ার্ড, ইত্যাদি।

ড্রয়িং ল্যাব

ড্রয়িং টেবিল, লাইব্রেরী চেয়ার (কাঠের), রিডিং টেবিল (কাঠের), ড্রয়িং টেবিল , টেবিল চেয়ার (কাঠের), ক্লাস রুম টেবিল (কাঠের), আরমেড চেয়ার (কাঠের), ড্রয়িং স্টুল, ইত্যাদি।

কম্পিউটার ল্যাব

কম্পিউটার সেট, ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ইউ পি এস, অনলাইন ইউ পি এস, পাওয়ার সাপ্লাই, প্রিন্টার ইত্যাদি

আসবাবপত্র

স্টীলের টেবিল চেয়ার (১ম শ্রেনীর), স্টীলের চেয়ার, হোস্টেল সুপার অফিস ফার্নিচার, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, হাতা ওয়ালা কুশন চেয়ার, হোস্টেল সুপার অফিস চেয়ার হাতাওয়ালা, হোস্টেল সুপার অফিস সোফা, ছাত্র হোস্টেলে ডাইনিং টেবিল, ছাত্রী হোস্টেলে ডাইনিং টেবিল, ছাত্র হোস্টেলে ডাইনিং চেয়ার, ছাত্রী হোস্টেলে ডাইনিং চেয়ার, ছাত্র হোস্টেল এবং মহিলা হোস্টেলের ফার্নিচার, খাট (সিঙ্গেল), ছাত্র হোস্টেল এবং মহিলা হোস্টেলের ফার্নিচার, রিডিং টেবিল (ড্রয়ার ও তালাসহ), হাতল ছাড়া চেয়ার, ছাত্র হোস্টেল এবং মহিলা হোস্টেলের সরাঞ্জাম, জাজিম, বালিশ, ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ষ্টাফ টেবিল, হাতলযুক্ত কুশন রিভলভিং চেয়ার (এক্সিকিউটিভ চেয়ার), হাতলযুক্ত চেয়ার, হাতলবিহীন চেয়ার, টেবিলয়েড চেয়ার (ছাত্রদের জন্য) কাঠের তৈরী, টুলস রেক (ষ্টিল), আয়রণ সেফ, ক্লাশ রুমের টেবিল (সাইডে ১টি ড্রয়ার), কম্পিউটার টেবিল, ডিসপেন্ট বোর্ড (ড্রইং অনুযায়ী), কাঠের আলমারী (স্ট্যান্ডার্ড সাইজ), বুক-সেলফ(স্ট্যান্ডার্ড সাইজ), বক্তৃতা টেবিল, ল্যাবরেটরী টেবিল, রোগীর বেড, ষ্টিল আলমারি, ষ্টিল ফাইল কেবিনেট(তিনটি ড্রয়ার হবে), শো-কেইস, কাঠের ফাইল রেক/সাইড রেক, সভা কক্ষের টেবিল, ষ্টিল টেবিল (ওয়েল্ডিং শপের জন্য), ওয়ার্কশপ টেবিল, সোফা সেট কাঠের ০৫ সিটের, রাউন্ড টুল, হোয়াইট বোর্ড, ড্রয়িং টেবিল, লাইব্রেরী টেবিল, হোষ্টেল আসবাবপত্র ইত্যাদি।

১২.৫ ট্রেড সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পের ৫টি আইএমটি (মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ এবং বাগেরহাট)-তেই ৪বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন মেরিন টেকনোলজি এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন শিপবিল্ডিং টেকলোলজি চলমান রয়েছে। এছাড়া, আইএমটিগুলোতে ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার অপারেশন উইথ অটো ক্যাট, কম্পিউটার অপারেশন ইত্যাদি ট্রেডে এবং ল্যাংগুয়েজের ওপর (৬মাস এবং ৩মাস মেয়াদী) শর্ট কোর্স চালু রয়েছে বলে জানা যায়।

১২.৬ অফিস যন্ত্রপাতি:

সংস্থান অনুযায়ী সংগৃহীত ২২টি যন্ত্রপাতিগুলো হলো-ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, স্কেনার, এয়ারকুলার ইত্যাদি । পরিদর্শনকালে প্রকল্প অফিসে ১টি ফটোকপিয়ার, ২টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার, ২টি ইউপিএস, ১টি স্কেনার, ১টি এয়ার কুলার দেখা যায়। অবশিষ্টগুলো ৫টি আইএমটিতে রয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া, ২টি আলমারী, ২টি কম্পিউটার চেয়ার, ২টি কম্পিউটার টেবিল, ফাইল কেবিনেট এবং ৫ আসন বিশিষ্ট সোফা প্রকল্প অফিসে রয়েছে।

১২.৭ যানবাহন:

সংস্থান অনুযায়ী ১টি জীপ, ৬টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়। ডিপিপি অনুযায়ী ৫টি মাইক্রোবাস ৫টি ইএমটিতে সরবরাহ করা হয়। প্রকল্প অফিসে ব্যবহারের জন্য ১টি জীপ ও ১টি মাইক্রোবাস বর্তমানে বিএইটি-তে রয়েছে। ডিপিপিতে উল্লেখ্য, প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প অফিসের জন্য ব্যবহৃত জীপ ফরিদপুর আইএমটি ওয়ার্কশপে এবং মাইক্রোবাস সিরাজগঞ্জ আইএমটি ওয়ার্কশপে প্রেরণ করতে হবে।

১২.৭। জনবল:

প্রকল্পের আওতায় ১জন প্রকল্প পরিচালক(প্রেষণে), ১জন উপপরিচালক(প্রেষণে), ১জন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার-সিভিল (প্রেষণে), ১জন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার-ইলেকট্রিক্যাল(প্রেষণে), ১জন হিসাব রক্ষক(সরাসরি), ১জন প্রধান সহকারী (প্রেষণে), ১জন কম্পিউটার অপারেটর (সরাসরি), ১জন ক্যাশিয়ার (সরাসরি), গাড়ী চালক-২জন (আউট সোর্সিং), অফিস সহায়ক-২জন (আউট সোর্সিং) এবং ১জন পরিচ্ছন্নকর্মী (আউট সোর্সিং)সহ মোট ১৪টি পদের সংস্থান ছিল। প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে নিয়োজিত ছিলেন। উপপ্রকল্প পরিচালক হিসেবে বিএমইটি হতে একজনকে সংযুক্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) হিসেবে বিএমইটি থেকে একজনকে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়, পরবর্তীতে প্রেষণ ভাতা বাতিল হলে সংযুক্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। কম্পিউটার অপারেটর-কেও বিএমইটি থেকে সংযুক্তিতে দেয়া হয়। হিসাব রক্ষক ও ক্যাশিয়ার-কে সরাসরি এবং গাড়ীচালক, অফিস সহায়ক ও পরিচ্ছন্ন কর্মীকে আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয় । উল্লিখিত জনবলের বেতন ও ভাতাদি খাতে ৪১.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় হয়েছে।

১২.৮। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ: প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ৫জন (সংশ্লিষ্ট প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপাল, বিএমইটি এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা) এবং টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং বিষয়ে ২৫ জন (ইন্সট্রাক্টর-২০জন এবং প্রিন্সিপাল/ভাইস-প্রিন্সিপাল-৫জন)কে প্রশিক্ষণ দেয়ার সংস্থান ছিল। সংস্থান অনুযায়ী স্থানীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায়। ডিপিপি অনুযায়ী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুরের ক্ষেত্রে Advanced Administrative Training/Study tour এর জন্য ১ সপ্তাহ ব্যাপী ইউকে-তে ৭ সদস্যের টিম যাওয়ার সংস্থান ছিল, যেখানে বিএমইটি/মন্ত্রণালয়ের-৪জন, আইএমইডি-১জন, পরিকল্পনা কমিশনের-২জন সদস্য থাকার কথা। উক্ত Training/Study tour এর জিও পর্যালোচনায় দেখা যায় উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের ৩জন এবং বিএমইটি-এর ৩জন এবং পরিকল্পনা কমিশনের ১জনসহ মোট ৭জন প্রতিনিধি উল্লিখিত ভ্রমণ টিমে, কিন্তু আইএমইডি-এর কোন প্রতিনিধি ছিল না। উল্লেখ্য, উল্লিখিত ভ্রমন ছাড়াও ৬ সদসদ্য বিশিষ্ট একটি টিম ২ সপ্তাহ ব্যাপী ইউকে-তে Latest advanced technology Training এর জন্য এবং ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম ১ সপ্তাহযব্যাপী Advanced administrative Training/Study Tour এর জন্য অস্ট্রেলিয়া-জার্মানী-ইউকে-নেদারল্যান্ড-এ ভ্রমণ করে যেখানে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বিএমইটি এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি ছিল কিন্তু আইএমইডি'র কোন প্রতিনিধি ছিল না। ডিপিপি'তে সংস্থান থাকা সত্বেও আইএমইডি-এর কোন প্রতিনিধি-কে বিদেশ ভ্রমণ/প্রশিক্ষণে প্রতিনিধি করা হয়নি বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

১৩। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় ২৪৪১৮.৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকৃত খরচ হয় ২৩৯৭১.২৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৬৮%। অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় এর চিত্র নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	মূল ডিপিপি	সংশোধিত ডিপিপি	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	মোট প্রকৃত ব্যয়	সমর্পনকৃত অর্থের পরিমাণ
২০০৯-১০	২৩.৩৮	-	-	-	-	
২০১০-১১	৪১৬০.৯০	৭৮৫.১১	৭৮৫.১১	৭৮৫.১১	৭৮৫.১০	০.০১
২০১১-১২	৬১০৯.৭৯	১৮৪০.৩৪	১৮৪০.৩৪	১৮৪০.৩৪	১৮৪০.২৫	
২০১২-১৩	৫০৪৩.৪৩	৩৪০৫.৪১	৩৪০৫.৪১	৩৪০৩.০০	৩৪০৩.০০	

২০১৩-১৪	৩৯০০.০৮	৩৩৯০.৪১	৩৩৯০.৩১	৩৪০০.০০	৩৩৯২.২৫	
২০১৪-১৫	-	৭৮৯৮.১৭	৭৮৯৮.১৭	৭৯৭৮.০০	৭৮৮০.৭২	
২০১৫-১৬	-	৪০৪২.০০	৪০৪২.০০	৩৩৬০.০০	৩২০৫.৯৭	
২০১৬-১৭	-	২১০০.০০	২১০০.০০	২২৫০.০০	১৬৯২.৭৪	
২০১৭-১৮	-	৯৫৬.৮৯	৯৫৬.৮৯	২১২৮.৫০	১৭৫১.২৩	৩৭৭.২৭
মোট	**১৯২৩৭.৫৮**	**২৪৪১৮.৩৩**	**২৪৪১৮.৩৩**	**২৫১৪৪.৯৫**	**২৩৯৫১.২৬**	

অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় সারণীতে দেখা যায় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বরাদ্দ ২৪৪১৮.৩৩ লক্ষ টাকা কিন্তু অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ ২৫১৪৪.৯৫ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের চেয়ে অবমুক্তের পরিমাণ বেশী দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রকল্প অফিসের ব্যাখ্যা হলো- প্রকল্পের মূল সময়কাল ০১-০৪-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত ৪ (চার) বছর। কিন্তু ৩য় সংশোধিত প্রকল্প ০১-০৪-২০১০ থেকে ০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত মোট ৮ (আট) বছরে সমাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন বছরে অবমুক্তকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় না হওয়ায় অব্যয়িত বরাদ্দকৃত অর্থ বছর শেষে সমর্পণ (surrender) করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই সমর্পনকৃত অর্থ একাধিককার বরাদ্দ ও ছাড় করা হয়েছে। এ জন্য প্রকল্পে মোট বরাদ্দের চেয়ে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ বেশী হয়েছে।

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কি না	প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বকাল	
					আরম্ভ	সমাপ্ত
১.	ড. মোঃ নুরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক		✓	-	**০১.০৪.২০১০**	**০৮.০১.২০১৪**
২.	জাবেদ আহমেদ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (ইএমপি) এবং প্রকল্প পরিচালক		✓	-	**০৯.০১.২০১৪**	**০৬-০৮-২০১৪**
৩.	সহিদুল ইসলাম অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এবং প্রকল্প পরিচালক		✓	-	**০৭-০৮-২০১৪**	**২৪-০৬-২০১৫**
৪.	স্বপন কুমার ভৌমিক যুগ্ম-সচিব এবং প্রকল্প পরিচালক	✓		-	**২৫-০৬-২০১৫**	**০৫-০৬-২০১৮**
৫.	মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক		✓	-	**০৬-০৬-২০১৮**	**৩০-০৬-২০১৮**

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পিসিআর অনুযায়ী এর অর্জন নিম্নরূপ:

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
(ক) জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার নিমিত্তে ০৫টি মেরিন ইনস্টিটিউট স্থাপন	(ক) ০৫টি মেরিন ইনস্টিটিউট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।	প্রতিষ্ঠানসমূহে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে যা গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সমাধা করতে হবে।

(খ) দেশে এবং বিদেশে নদী ও সমুদ্রগামী জলযান পরিচালনা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দক্ষ লোকবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত কর্মপোযোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা;	(খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১/২টি ব্যাচ পাশ করে বেড়িয়েছে।	যুব মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের ডরমিটরী সুবিধার তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম। যুব মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৪। পর্যালোচনা:

১৪.১। প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ: প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৪১৮.৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ২৩৯৩১.২৬ লক্ষ টাকা । অব্যয়িত ১৩১৩.৫০ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

১৪.২। **প্রকল্পের বাগেরহাট আইএমটি অংশে ত্রুটি/সমস্যাসমূহ:**

১৪.২.১ ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গোসলের জন্য গোসলখানার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। একটি টয়লেটকে ছাত্ররা গোসলখানা হিসেবে ব্যবহার করছে। ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গোসলখানা সুবিধা কেন রাখা হয়নি এ বিষয়ে গণপূত অধিদপ্তরের মতামত প্রয়োজন।

১৪.২.২ পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত গেট ভাল্ব মাটি থেকে অনেক নীচুতে স্থাপন করায় বৃষ্টির সময় ময়লা ও আবর্জনায় ঢাকা পড়ে যায়। ইতোমধ্যে একটি গেট ভাল্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাটি থেকে উঁচুতে স্থাপন করা হয়েছে। মাটির নীচে থাকা গেট ভাল্ব উঁচুতে স্থাপন করার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.২.৩ বাগেরহাট আইএমটির পানিতে প্রচুর পরিমাণে স্যালাইন থাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ব্যতীত পানি ব্যবহার অযোগ্য। এখনে সার্বক্ষণিক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সচল থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ফিল্টারের অভাবে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে। সরেজমিনে ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি অচল অবস্থায় দেখা গেছে। এটি সার্বক্ষণিক সচলের বিষয়ে বিএমইটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৪.২.৪ ৬তলা ভীত বিশিষ্ট ৪তলা ছাত্রাবাসে ছাত্র সংকুলান হয়না, অন্যদিকে ৬তলা ছাত্রীবাসে মাত্র ১০জন ছাত্রীর অবস্থান জানা যায়। ছাত্র সংকুলানের জন্য বিএমইটি পর্যায়ক্রমে ছাত্রাবাস উর্ধমুখী সম্প্রসারণ করতে পারে। তবে ছাত্রীবাসের আসন সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্য প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে বিএমইটি ও সংশ্লিষ্ট আইএমটি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৪.২.৫ সোলার প্যানেল শুরু থেকেই কাজ করছে না। জানা যায় ঠিকাদার কর্তৃক সোলার প্যানেল স্থাপনের পর ঝড়ে সোলার প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর আর সোলার প্যানেল মেরামত করা হয়নি। বিষয়টি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।
১৪.২.৬ বাগেরহাট সাইকেল শেডে কোন সাইকেল রাখতে দেখা যায়নি। সরকারী অর্থব্যয়ে নির্মিত সাইকেল শেডে কেন সাইকেল রাখা হয়না অথবা সাইকেল শেড আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।



চিত্র-১: বাগেরহাট আইএমটি'র ছাত্রী হোস্টেল



চিত্র-২: বাগেরহাট আইএমটি'র ছাত্র হোস্টেল



চিত্র-৩: বাগেরহাট আইএমটি'র অব্যবহৃত সাইকেল শেড



চিত্র-৪: বাগেরহাট আইএমটি'র সাবমারসিবল পাম্প (পানিতে প্রচুর পরিমাণ স্যালাইনের চিহ্ন)



চিত্র-৫: বাগেরহাট আইএমটি'র ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট



চিত্র-৬: মাটির অনেক ভেতরে পানি ওঠানোর গেট ভাল্ব যা বৃষ্টির সময় ময়লায় ঢাকা পড়ে যায়

১৪.৩। **ফরিদপুর আইএমটি অংশের তথ্য:** সরেজমিন পরিদর্শনে তেমন কিছু ত্রুটি বা অসম্পন্ন কাজের তথ্য পাওয়া যায়নি। কোন প্রকার সমস্যা ব্যতিরেকে সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে বলে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ জানান। প্রতিষ্ঠানটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন লক্ষ্য করা গেছে। তবে ছাত্রীবাসে মাত্র ৯জন ছাত্রীর অবস্থানের কথা জানা যায়। ছাত্রীবাসের আসন সুবিধা পুরোপুরি ব্যবহারের নিমিত্ত আরও ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।



চিত্র-৭: ফরিদপুর আইএমটি'র একাডেমিক ভবন (পরিবীক্ষণে সহায়তাকারী গণপূর্ত ও আইএমইটির কর্মকর্তা/শিক্ষকবৃন্দ)



চিত্র-৮: ফরিদপুর আইএমটি'র একাডেমিক ভবনরে ভিতরের সাইট



চিত্র-৯: ফরিদপুর আইএমটি'র ছাত্রাবাস



চিত্র-১০: ফরিদপুর আইএমটি'র ছাত্রীবাস



চিত্র-১১: ফরিদপুর আইএমটি'র প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার



চিত্র-১২: ফরিদপুর আইএমটি'র ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ

১৪.৪। মুন্সিগঞ্জ আইএমটি অংশের ত্রুটি/সমস্যাসমূহ:

১৪.৪.১ প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল রুমের এসি কাজ করে না বিধায় এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসি গ্রহণ করা হয়নি। এসি সচলের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৪.২ কনফারেন্স রুমের সাউন্ড সিস্টেম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ না হওয়ায় এখন পর্যন্ত উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি। কনফারেন্স রুমের সাউন্ড সিস্টেম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (চিত্র-২২)।

১৪.৪.৩ সরেজমিন পরিদর্শনে সোলার প্যানেল কাজ করছে না বলে জানা যায়। সোলার প্যানেল বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৪.৪ মুন্সিগঞ্জ আইএমটি-এর ছাত্রাবাসে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত স্টীলের খাট (বিছানা কাঠের) প্রায় ১০০টির মতো ইতোমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট খাট ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে স্তুপ করে রাখা আছে (চিত্র-। এতো তাড়াতাড়ি এতোগুলো খাট নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (চিত্র-১৯)।

১৪.৪.৫ বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ কর্তৃক সরবরাহকৃত ২টি পাওয়ার জেনারেটর (Perkins, UK technology) শুরু থেকেই চালু করা সম্ভব হয়নি বলে মুন্সিগঞ্জ আইএমটি কর্তৃপক্ষ থেকে জানা যায়। এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (চিত্র-২৪)।

১৪.৪.৬ বর্ষার মৌসুমে প্রতিষ্ঠানের কম্পাউন্ড ড্রেনের পানি আশে পাশের জমিতে গিয়ে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে যখন ফসল হয় তখন ড্রেনের পানি জমির মালিকগণ জমিতে নামতে দেয় না। এসময় প্রশাসনিক ভবনের সামনে কম্পাউন্ড ড্রেনে পানি জমে থাকে। পরিদর্শনে ড্রেনে পানি জমে থাকতে দেখা গেছে এবং সেখানে মশার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়ে বিএমইটি ও গণপূর্ত অধিদপ্তর-কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (চিত্র-৯)।

১৪.৪.৭ ছাত্রাবাসের ছাদে রক্ষিত ৩টি পানির ট্যাংকির পাইপের জয়েন্ট থেকে পানি চুয়ে চুয়ে পড়তে দেখা গেছে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (চিত্র-১৭)।

১৪.৪.৮ সাইকেল শেডে কোন সাইকেল রাখতে দেখা যায়নি। সাইকেল শেডে কেন সাইকেল রাখা হয়না অথবা সাইকেল শেড আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (চিত্র-২৩)।

১৪.৪.৯ ৬তলা ছাত্রীবাসে (৮৭টি সিট বিশিষ্ট) কোন ছাত্রী অবস্থা করে না। মাত্র ৩জন ছাত্রী অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করছে, সবাই প্রিন্সিপাল কোয়ার্টারের ৩তলায় অবস্থিত ৩টি কক্ষে অবস্থান করে বলে জানা যায়। ছাত্রীবাসের আসন সুবিধা পুরোপুরি ব্যবহারের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয় বিএমইটি ও সংশ্লিষ্ট আইএমটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (চিত্র-১৩)।

১৪.৪.১০ প্রিন্সিপাল কোয়ার্টারের গেটের সিঁড়িতে ব্যবহৃত টাইলস খুলে গেছে এবং টাইলসের জয়েন্ট ফাঁক হয়ে গেছে। গণপূর্ত এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (চিত্র-২০)।

১৪.৪.১১ ছাত্রাবাসের অনেক কক্ষের রং,প্লাস্টার নষ্ট হয়ে গেছে (চিত্র-১৬)। গণপূর্তের প্রতিনিধি থেকে জানা যায় ৩-৪বছর হয়ে গেছে ভবনগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো এখন গণপূর্তের বইভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। গণপূর্তের বইভুক্ত হলে গণপূর্ত থেকে এসব ভবনের মেনটেনেন্স করা হবে। আইএমটি ভবনগুলো গণপূর্তের বইভুক্ত করার বিষয়ে বিএমইটিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (চিত্র-১৬)।

১৪.৪.১২ ছাত্রাবাসের ছাদে বৃষ্টির পানি নিঃসরণের ছিদ্র ময়লা আবর্জনায় বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ছাদে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেখা যায়। জমে থাকা পানি আগাছা জন্মানোর চিত্র লিক্ষ করা গেছে। আইএমটি কর্তৃপক্ষকে ছাদ পরিস্কার রাখার বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে (চিত্র-১৮);

১৪.৪.১৩ ছাত্রাবাসে নোংরা পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে টয়লেট-গোসল খানার সামনে খাবারের উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এছাড়া ছাত্রাবাসের ছাদের ওপরে ছাত্রদেরকে গোসল করতে দেখা গেছে এবং গোসলের পানি ছাদে

জমে থাকতে দেখা যায়। ছাত্রাবাসের পরিবেশ যাতে সুন্দর থাকে সে জন্য মুন্সিগঞ্জ আইএমটির কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে ।



চিত্র-১৩: মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র ছাত্রী নিবাস (পরিবীক্ষণে সহায়তাকারী গণপূর্ত ও আইএমটির কর্মকর্তাবৃন্দ)



চিত্র-১৪: ডিপিপি অনুযায়ী মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র ছাত্রীবাসের পরিমাপ বুঝে নেয়া হচ্ছে



চিত্র-১৫: মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র ছাত্রাবাস



চিত্র-১৬: রংচুন নষ্ট হওয়া ছাত্রাবাসের রুম



চিত্র-১৭: ছাত্রাবাসের ছাদে রক্ষিত পানির ট্যাংকি থেকে পাইপ এর জয়েন্ট থেকে অনবরত পানি পড়ছে



চিত্র-১৮: ছাত্রাবাসের ছাদে পানি নামার ছিদ্র ময়লায় বন্ধ হওয়ায় বৃষ্টির পানি জ জন্মেছে



চিত্র-১৯: মুন্সিগঞ্জ আইএমটির ছাত্রাবাসে নিম্নমানের খাট যা অল্প দিনেই নষ্ট হয়ে গেছে



চিত্র-২০: মুন্সিগঞ্জ আইএমটির প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার গেটের টাইলস খুলে গেছে



চিত্র-২১: মুন্সিগঞ্জ আইএমটির অভ্যন্তরীণ পানি জমে আছে



চিত্র-২২:মুন্সিগঞ্জ আইএমটির কনফারেন্স সামগ্রী



চিত্র-২৩: মুন্সিগঞ্জ আইএমটির সাইকেল শূণ্য সাইকেল শেড



চিত্র-২৪: মুন্সিগঞ্জ আইএমটির অকেজো পাওয়ার জেনারেটর

১৪.৫। চাঁদপুর আইএমটি অংশে ত্রুটি ও অসম্পন্ন কাজের তথ্য: গত ১৬-০৮-২০১৯ তারিখে চাঁদপুর টিটিসি-এর অধ্যক্ষ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো-এর মহাপরিচালক বরাবর লিখিতভাবে টিসিসি-এর কিছু অসমাপ্ত কাজ ও ত্রুটিযুক্ত কাজের তালিকা প্রেরণ করেন। কাজ অসমাপ্ত থাকায় চাঁদপুর আইএমটি কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত ছাত্রীবাস লিখিতভাবে বুঝে নেয়নি। অসাপ্ত ও ত্রুটিযুক্ত কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) রান্নাঘরের চুলা স্লাব দিয়ে তৈরি হয়নি;
(২) রান্নাঘরে স্টোর রুমসহ যাবতীয় এরেজম্যান্ট তৈরি হয়নি। রান্নাঘরের ফলস সিলিং আরসিসি না করে হার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা অত্যন্ত বিপদজনক;
(৩) ওয়াশ রুমসহ নিচতলার অধিকাংশ রুমে পিভিসি পাইপ দৃশ্যমান রয়েছে ;
(৪) ডাইনিং রুমের হাত ধোয়ার বেসিনের সংখ্যা ছাত্রী কেপাসিটির তুলনায় অপর্যাপ্ত। ভেন্টিলেশন না থাকায় জায়গাটি দিনের আলোতেও অন্ধকার হয়ে আছে;
(৫) ওয়াশ রুমসমূহে এক্সোস্ট ফ্যান স্থাপিত হয়নি। টয়লেটসমূহে ভেন্টিলেশনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি;
(৬) নামাজের রুমে কাঠের দরজা লাগানো হয়নি, গ্লাস ডোর লাগানো হয়েছে ;
(৭) বাথরুমসমূহে ব্লক ব্রিক সংলগ্ন ফ্লোরে বিট দেয়া হয়নি এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। বাথরুমের ভেতর পানি সিষ্কাশন অংশে রাউন্ড টাইলস ফিনিশিং হয়নি। এছাড়া ওয়াশরুমসমূহে ভাল করে পুডিং লাগানো হয়নি;
(৮) সিড়ি ও বিভিন্ন স্থানে টাইলস এর জয়েন্ট-পুডিং ভালোভাবে লাগানো হয়নি;
(৯) রুম সংলগ্ন বারান্দার গ্রিল দেয়ালের সাথে সমান্তরালে বসানো হয়নি এবং পর্যাপ্ত সাপোর্ট জয়েন্ট লাগানো হয়নি;
(১০) ইলেকট্রিক সামগ্রী (যেমন-হোল্ডার, স্যুইচ, স্যুইচ বোর্ড ইত্যাদি) নিম্নমানের ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় লাইটসমূহ সরবরাহ করা হয়নি (যেমন অনেক জায়গায় হোল্ডার লাগানো আছে কিন্তু লাইট নেই);
(১১) নীচতলায় হোস্টেল সুপারের ইউনিটে কোন বেসিন নেই;
(১২) বাসরুমের দরজার ভিতরের দিকে কোন হাতল লাগানো হয়নি;
(১৩) ওয়াশ রুমের ফিটিংসগুলো সঠিকভাবে লাগানো হয়নি;
(১৪) ওয়াশ রুমের পাশে হলো ব্রিক ওয়ালের কাজ ফিনিশিং হয়নি;
(১৫) ভবনের বাহিরের দেয়ালে ট্যাংকিতে পানি ওঠানোর পাইপে ক্লাম্প লাগানো হয়নি।

১৪.৬। অডিট সংক্রান্ত তথ্য:

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর-এ জানা যায় প্রকল্পের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি। জরুরিভিত্তিতে প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

১৫. সুপারিশ/দিকনির্দেশনা:

১৫.১ বাগেরহাট আইএমটি'র ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গোসলের জন্য গোসলখানার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। একটি টয়লেটকে ছাত্ররা গোসলখানা হিসেবে ব্যবহার করছে। ছাত্রাবাসে ছাত্রদের গোসলখানা সুবিধা না রাখার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মতামত প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ- ১৪.২.১ দ্রষ্টব্য);

১৫.২ বাগেরহাট আইএমটির ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ফিল্টারের অভাবে প্রায় সময়ই বন্ধ বন্ধ থাকে। এটি সার্বক্ষণিক সচলের বিষয়ে বিএমইটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.২.১ দ্রষ্টব্য);

১৫.৩ বাগেরহাট আইএমটি'র পানি উত্তোলনের গেট ভাল্ব মাটি থেকে অনেক নীচুতে স্থাপন করায় বৃষ্টির সময় ময়লা ও আবর্জনায় ঢাকা পড়ে যায়। মাটির নীচে থাকা গেট ভাল্ব উঁচুতে স্থাপন করার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.২.২ দ্রষ্টব্য);

১৪.৪ আইএমটি'র ছাত্রীবাসগুলোতে আসন সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে আইএমটিসমূহে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে বিএমইটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.২.৪, ১৪.৩ ও ১৪.৪.৯, দ্রষ্টব্য);

১৪.৫ বাগেরহাট ও মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র সোলার প্যানেল অচল রয়েছে। বাগেরহট আইএমটি'র সোলার প্যানেল স্থাপনের পর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর ঠিকাদার কর্তৃক সোলার প্যানেল আর মেরামত করা হয়নি। বিষয়টি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ- ১৪.২.৫ ও ১৪.৪.৩ দ্রষ্টব্য);

১৫.৬ বাগেরহাট ও মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র সাইকেল শেডে কোন সাইকেল রাখতে দেখা যায়নি। সরকারী অর্থ ব্যয়ে নির্মিত সাইকেল শেডে সাইকেল না অথবা সাইকেল শেড আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ- ১৪.২.৬ ও ১৪.৪.৮ দ্রষ্টব্য);

১৫.৭ মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল রুমের এসি কাজ করে না বিধায় এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসি গ্রহণ করা হয়নি। এসি সচলের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.৪.১ দ্রষ্টব্য);

১৫.৮ কনফারেন্স রুমের সাউন্ড সিস্টেম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.৪.২ দ্রষ্টব্য);

১৫.৯ মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র ছাত্রাবাসে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত স্টীলের খাট প্রায় ১০০টির মতো ইতোমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। এতো তাড়াতাড়ি এতোগুলো খাট নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-১৪.৪.৪ দ্রষ্টব্য);

১৫.১০ মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'তে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ কর্তৃক সরবরাহকৃত ২টি পাওয়ার জেনারেটর শুরু থেকেই চালু করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ- ১৪.৪.৫ দ্রষ্টব্য);

১৫.১১ মুন্সিগঞ্জ আইএমটিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে ড্রেনে পানি জমে থাকে এবং জমে থাকা পানিতে মশার বংশ বৃদ্ধি ঘটে। এ বিষয়ে বিএমইটি ও গণপূর্ত অধিদপ্তর-কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৪.৪.৬ দ্রষ্টব্য);

১৫.১২ মুন্সিগঞ্জ ছাত্রাবাসের ছাদে রক্ষিত ৩টি পানির ট্যাংকের পাইপের জয়েন্ট থেকে পানি চুয়ে চুয়ে পড়তে দেখা গেছে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.৪.৭ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৩ মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র প্রিন্সিপাল কোয়ার্টারের গেটের সিঁড়িতে ব্যবহৃত টাইলস খুলে গেছে এবং টাইলসের জয়েন্ট ফাঁক হয়ে গেছে। গণপূর্ত এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৪.১০ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৪ আইএমটি ভবনগুলো গণপূর্তের বইভুক্ত করার বিষয়ে বিএমইটি'কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.৪.১১ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৫ ছাত্রাবাসের ছাদের পানি নিঃসরণের ছিদ্র ময়লা আবর্জনায় বন্ধ হয়ে যাতে বৃষ্টির পানি জমতে এবং আগাছা জন্মাতে না পারে সে বিষয়ে মুন্সিগঞ্জ আইএমটি কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.৪.১১ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৬ মুন্সিগঞ্জ আইএমটি'র ছাত্রাবাস পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে, ছাত্রাবাসের ছাদে ছাত্রদের গোসল করা থেকে বিরত রাখতে আইএমটি'র কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে (অনুচ্ছেদ-১৪.৪.১১ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৭ অনুচ্ছেদ ১৪.৫এ বর্ণিত চাঁদপুর আইএমটিক'র অসমাপ্ত ও ত্রুটিযুক্ত কাজসমূহ সমাধানের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৫ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৮ ডিপিপি'তে সংস্থান থাকা সত্বেও আইএমইডি-এর কোন প্রতিনিধি-কে বিদেশ ভ্রমণ/প্রশিক্ষণে প্রতিনিধি করা হয়নি বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-১২.৮ দ্রষ্টব্য);

১৫.১৯ ডিপিপি'তে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং কাজের উল্লেখ থাকলেও শুধু ফরিদপুর আইএমটি-তে কাজটি করা হয়েছে অবশিষ্ট ৪টি আইএমটি-তে করা হয়নি। এ কাজটি না করার কারণ অথবা প্রয়োজন না থাকলে সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপিতে কেন রাখা হয়েছিল এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর মতামত প্রদান করবে (অনুচ্ছেদ-৮ দ্রষ্টব্য);

১৫.২০ প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত কোন অডিট সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পের অডিট সম্পন্নের বিষয়ে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৬ দ্রষ্টব্য);

১৫.২১ বর্ণিত সুপারিশ/দিকনির্দেশনার (অনুচ্ছেদ-১৫.১ হতে ১৫.২০ পর্যন্ত) বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি স্থাপন (সংশোধিত) **শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন/২০১৯)

০১. প্রকল্পের নাম : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি স্থাপন (সংশোধিত) ।

০২. প্রকল্পের অবস্থান : ১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।

০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।

০৪. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : তথ্য মন্ত্রণালয়।

০৫. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫৮০.০০	১৫৮০.০০	১৩৭৬.৪২২	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯	-	০১ বছর ৫০%

০৬. অর্থায়নের উৎস:

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৮০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৩৭৬.৪২২ লক্ষ টাকা।

০৭. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন চিত্র:

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		সংখ্যা/ পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক)	**রাজস্ব ব্যয় :**						
১	কর্মকর্তার বেতন	৩ জন	৬২.০০	৩ জন	২০.৩২	২	-
২	কর্মচারীর বেতন (আউটসোর্সিং)	২ জন	৮.০০	২ জন	১.৮৯৫	২	-
৩	ভাতাদি-টিএ, ডিএ, অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	-	৮.০০	-	১.২৩৩	-	-
৪	সম্মানি ভাতা	-	৪.০০	-	৪.০০	-	-
৫	আপ্যায়ন ব্যয়	-	২.৫০	-	০.৯৩	-	-
৬	টেলিফোন ও টেলিগ্রাম	-	০.৫০	-	০.০০	-	-
৭	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	-	৫.০০	-	৩.৪৮৭	-	-
৮	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	-	১০.০০	-	০.০০	-	-
৯	জ্বালানি	-	৮.০০		০.২৯৯		-
১০	স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প	-	৪.০০	-	১.৫৭	-	-
১১	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	-	৩.০০	-	০.১৫	-	-
১২	যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ	-	৭.০০	-	০.০০	-	-
	(ক) উপ-মোট		**১২২.০০**		**৩৩.৮৮৪**		**৮৮.১১৬ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে।**

(খ) মূলধন							
১৩	স্যুটিং ভ্যান	১	৭০.০০		৬৯.৯৫		-
১৪	ডিজিটাল ফিল্ম লাইব্রেরি	লট-৩	৩৫.০০		৩৪.৪৮৪		-
১৫	ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফ ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	২	৩৫০.০০ (৩৫০.০০)		৩৩৭.৮১৫		-
১৬	ডিজিটাল ইউএইচডি ক্যামারা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	৬	৫০০.০০ (৫০০.০০)		৪৭৯.৭৫৮		-
১৭	ডিজিটাল পোস্ট প্রোডাকশন ইউনিট (লট-১) এবং ওয়ার্ক স্টেশন (লট-২)	৬	১৯৫.০০		১৭৮.৮১৮		-
১৮	ব্যাক চার্জ ইন্সুরেন্স সি এ্যান্ড এফ, ভাট ও ট্যাক্স		২৮৫.০০		২৪১.৭১৩		-
১৯	প্রাইজ কনটিনজেন্সি		২৩.০০		০.০০		-
(খ) উপ-মোট			**১৪৫৮.০০**		**১৩৪২.৫৩৮**		**১১৫.৪৬২ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে।**
সর্বমোট (ক+খ):			**১৫৮০.০০**		**১৩৭৬.৪২২**		**২০৩.৫৭৮ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে।**

সূত্র:পিসিআর এ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী

০৮. কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:

প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় প্রশিক্ষণের সংস্থান ছিল । ক্যামেরা ক্রয়ে বিলম্ব হওয়ায় প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

০৯. সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৯.১ প্রকল্পের পটভূমি:

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রধান কাজ হলো সচেতনতা বাড়াতে ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় উন্নয়ন, সরকারি নীতি, কর্মসূচি ও সাফল্য এবং দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্রামাণ্য চিত্র/ডকুড্রামা/টিভি ফিলার/সংবাদচিত্র/বিশেষ সংবাদচিত্র তৈরি ও প্রচার করা। ধারণকৃত ফুটেজ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও গবেষণার নিমিত্ত সংরক্ষণ করা। ডিএফপি নির্মিত ডকুমেন্টারি গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে প্রদর্শিত হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলো এই প্রামাণ্য চিত্র/ডকুড্রামা/টিভি ফিলার/সংবাদচিত্র/বিশেষ সংবাদচিত্র প্রচার করে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে উল্লিখিত বিষয়গুলো ধারণ, সংরক্ষণ ও প্রচার করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯.২ প্রকল্পের উদ্যেশ্য:

- সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও সফলতা এবং জাতীয় অর্জন ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধারণ ও প্রচার করার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা। ধারণকৃত ফুটেজ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও গবেষণার নিমিত্ত সংরক্ষণ করা।
- সরকারের ''রূপকল্প-২০২১'' ও ''টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-২০৩০'' সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা ও এই কাজে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা।
- দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক বিভিন্ন ডকুমেন্টরি ও ডকুড্রামা তৈরি করে প্রদর্শন ও সংরক্ষণ করা।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৈনন্দিন কর্মকান্ডের ওপর সংবাদচিত্র তৈরি করে প্রচার ও সংরক্ষণ করা।

৯.৩ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

(১) স্যুটিং ভ্যান ক্রয়;

(২) ডিজিটাল ফিল্ম লাইব্রেরি ক্রয় ও সংস্থাপন;

(৩) ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফ ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়;

(৪) ডিজিটাল ইউএইচডি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়;

(৫) ডিজিটাল পোস্ট প্রোডাকশন ইউনিট এবং ওয়ার্ক স্টেশন ক্রয় ও সংস্থাপন।

৯.৪ প্রকল্প অনুমোদন বিষয়ক তথ্য:

বিবরণ	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
মূল	১০ এপ্রিল, ২০১৬	পরিকল্পনা কমিশন
সংশোধিত	১৬ সেপ্টম্বর ২০১৮	পরিকল্পনা কমিশন

৯.৫ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্র: নং	নাম ও পদবি	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কি না	প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বকাল	
					আরম্ভ	সমাপ্ত
১	জনব শাহীনুর মিয়া পরিচালক (প্রশাসন)	-	খন্ডকালীন	না	১৬-০৭-২০১৬	২৩-১০-২০১৬
২	জনাব আব্দুল্লাহ -আল-শাহীন পরিচালক (প্রকাশনা)	-	খন্ডকালীন	না	০১-০১-২০১৭	২২-০৩-২০১৭
৩	জনাব খোরশেদ আলম চৌধুরী পরিচালক (ফিল্ম)	-	খন্ডকালীন	না	২২-০৩-২০১৭	৩০-০৬-২০১৯

৯.৬ বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়:

ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৮০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকৃত ব্যয় ১৩৭৬.৪২২ লক্ষ টাকা। উক্ত ব্যয়ের অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

অর্থবছর	সংশোধিত ডিপিপি	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	প্রকৃত ব্যয়	সমর্পনকৃত অর্থের পরিমাণ
২০১৬-১৭	১৬.৬১	১০০.০০	১০০.০০	১৬.৬১	৮৩.৩৯
২০১৭-১৮	৩১১.৬২	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	১১৫.১১	২৫৯.৮৯
২০১৮-১৯	১২৫১.৭৭	১৪৩২.০০	১৪৩২.০০	১২৪৪.৭০২	১৮৭.২৯৮
মোট =	১৫৮০.০০	১৯০৭.০০	**১৯০৭.০০**	**১৩৭৬.৪২২**	**২৩০.৫৭৮**

তথ্যসূত্র: পিসিআর ও পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

- প্রতি অর্থবছর শেষে অব্যয়িত অর্থ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকমর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্রের মাধ্যমে সমর্পণ করার প্রমাণক পর্যালোচনা করে সঠিক পাওয়া গেছে।

৯.৭ **প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন:** প্যাকেজভিত্তিক প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চিত্র পরিশিষ্ট-"ক" দ্রষ্টব্য।

১০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:

উদ্দেশ্য	অর্জন	মন্তব্য
ক) সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও সফলতা এবং জাতীয় অর্জন ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধারণ ও প্রচার করার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা। ধারণকৃত ফুটেজ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও গবেষণার নিমিত্ত সংরক্ষণ করা।	ক) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনসচেতনতামূলক প্রামাণ্যচিত্র/টিভি ফিলার/ ডকুড্রামা নির্মাণ করা হচ্ছে এবং এগুলো ফিল্ম লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ হচ্ছে।	প্রকল্পের আওতায় আধুনিক ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সংগ্রহের ফলে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রামাণ্য চিত্র/টিভি ফিলার/ডকুড্রামা, ডকুমেন্টারি, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৈনন্দিন কর্মকান্ডের ওপর
খ) সরকারের ''রূপকল্প-২০২১'' ও ''টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-২০৩০'' সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা ও এই কাজে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা।	খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সরকারের ''রূপকল্প-২০২১'' ও ''টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-২০৩০'' সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা ও এই কাজে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে ।	
গ) দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয়	গ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি দ্বারা	

উদ্দেশ্য	অর্জন	মন্তব্য
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক বিভিন্ন ডকুমেন্টরি ও ডকুড্রামা তৈরি করে প্রদর্শণ ও সংরক্ষণ করা।	দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক বিভিন্ন ডকুমেন্টরি ও ডকুড্রামা নির্মাণ শুরু হয়েছে।	সংবাদচিত্র তৈরি, প্রচার ও সংরক্ষণ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঘ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৈনন্দিন কর্মকান্ডের ওপর সংবাদচিত্র তৈরি করে প্রচার ও সংরক্ষণ করা।	ঘ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৈনন্দিন কর্মকান্ডের ওপর সংবাদচিত্র তৈরি করে প্রচার ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে।	

১১. পরিদর্শনকালে গৃহীত স্থির চিত্র:



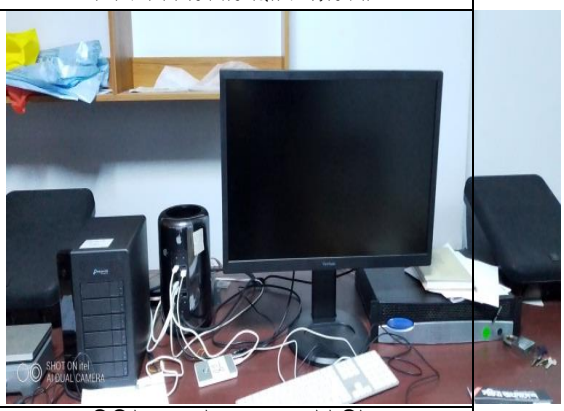
স্যুটিং ভ্যান



ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফি ক্যামেরা



ইউএইচডি ক্যামেরা



ডিজিটাল পোস্ট প্রোডাকশন ইউনিট

১২. গত ১২-১২-২০২০ তারিখ প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপপ্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনা করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শন ও দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

১২.১ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য:

ডিপিপি অনুযায়ী ০১টি স্যুটিং ভ্যান, ০২টি ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফ ক্যামারা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, ০৬টি ইউএইচডি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, ০১টি ডিজিটাল পোস্ট প্রোডাকশন ইউনিট ও যন্ত্রপাতি এবং ০১টি ডিজিটাল ফিল্ম লাইব্রেরি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ইউএইচডি ০৬টি ক্যামেরার মধ্যে ০১টি মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে, ০১টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশিষ্ট পণ্যগুলো ডিএফপি'তে ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্রয়কৃত পণ্য তথ্য মন্ত্রণালয়, ডিএফপি, বিটিভি, বিএফডিসি-এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে ০৬ সদস্য বিশিষ্ট রিসিভিং কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। রিসিভিং কমিটির প্রতিবেদন

পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে কোন নেতিবাচক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। রিসিভিং কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী সরবরাহকৃত উল্লিখিত ডিজিটাল পোস্ট প্রোডাকশন ইউনিটের যন্ত্রপাতিসমূহ বাহ্যিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক আছে। তবে এসব যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা ও গুণগতমান যন্ত্রগুলো স্থাপনের পর নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, বিগত ১৭-০১-২০১৯ তারিখে রিসিভিং কমিটি প্রতিবেদন প্রদান করেছে। ঐসময় পণ্য/যন্ত্রপাতিগুলো প্যাকেটজাত অবস্থায় ছিল। গত ২০-০১-২০১৯ তারিখ থেকে যন্ত্রপাতিগুলোর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহারে কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হয়নি বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। তবে উপপ্রকল্প পরিচালক থেকে জানা যায় ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফ ক্যামেরার অডিও সাউন্ড আরোও স্পস্ট করার জন্য একটি এক্সেসরিজ ক্রয় করতে হবে, যা ডিএফপির রাজস্ব বাজেট থেকে ব্যয় মেটানো হবে।

১২.২ স্থানীয় প্রশিক্ষণ:

ইউএইচডি ও ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফ ক্যামেরা ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ডিপিপি'তে স্থানীয় প্রশিক্ষণের সংস্থান ছিল । ক্যামেরাগুলো প্রকল্প শেষের দিকে ক্রয় করায় স্থানীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তবে ক্যামেরা সরবরাহকারি জার্মানি প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত ক্যামেরার উপর ০৭ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণে ক্যামেরা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ডিএফপি'র ১৭জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

১২.৩ স্টক এন্ট্রি ও টিওএন্ডটি ভুক্তকরণ:

ক্রয়কৃত পণ্যগুলোর স্টক এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে। পণ্যগুলো টিওএন্ডই ভুক্ত করার জন্য পণ্যের তালিকা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

১২.৪ **অডিট আপত্তি:** ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি আপত্তি (সাধারণ) উত্থাপিত হয়েছে। আপত্তি, জড়িত অর্থ ও আপত্তির জবাব সংক্রান্ত বিস্তারিত নিম্নের ছকে বর্ণনো করা হলোঃ

নিরীক্ষা সাল	আপত্তির শিরোনাম ও বিবরণ	নিষ্পত্তির জন্য কার্যক্রম
২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে গাড়ী ক্রয় ৬৮,২৩,৮৫০/-টাকা অনিয়মিত পরিশোধ। সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর অসমর্থ সনদ ব্যতীত স্যুটিং ভ্যান ক্রয় বাবদ ৬৮,২৩,৮৫০/-টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। এতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৭.১০৮.০১৪.৩৩.৭৩.০৩৪.২০১৪-২৫৭, তারিখ-২৭-০৬-২০১৮ উপেক্ষিত।	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে গত ২৫-০৮-২০১৯ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়ে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত জবাব ০২-১০-২০১৯ তারিখে সিভিল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছে। ব্রডশিট জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডিপিপি অনুযায়ী উম্মুক্ত পদ্ধতিতে ই-জিপিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ অংশ গ্রহণ করেনি। নাভানা লিঃ অংশ গ্রহণ করে এবং তাদের উদ্ধৃত দর অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে থাকায় তাদের দরপত্র গ্রহণ করে গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে।

১৩. সুপারিশ/দিকনির্দেশনা:

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় স্যুটিং ভ্যান ক্রয়ের বিষয়ে একটি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। জড়িত অর্থের পরিমাণ ৬৮,২৩,৮৫০/-(আটষট্টি লক্ষ তেইশ হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা । চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক ব্রডশিট জবাব তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩.২ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য টিওএন্ডই ভুক্ত করার বিষয়ে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৩.৩ প্রতিবেদনের সুপারিশের ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি'তে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

পরিশিষ্ট-ক

প্যাকেজ	বিবরণ	একক/সংখ্যা	ডিপিপি অনুযায়ী		বাস্তবে				বাস্তবায়ন বিলম্ব হলে তার কারণ
			দরপত্র আহ্বানের পদ্ধতি ও তারিখ	দরপত্রের প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তির তারিখ	দরপত্র আহ্বানের পদ্ধতি ও তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমুল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		
							চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
পণ্য ক্রয়:									
পণ্য-১	স্যুটিং ভ্যান	১টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ইজিপি) ডিসেম্বর-১৭	জুন-১৮ ৭০,০০,০০০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ইজিপি) ২৭.১২.২০১৭	১৮.০৬.২০১৮ ৬৯,৯৫.০০০.০০১	১৮.০৬.২০১৮	১৮.০৬.২০১৮	-
পণ্য-২	ডিজিটাল ফিল্ম লাইব্রেরি	লট-৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ইজিপি) নভেম্বর-১৭	ফেব্রুয়ারি-১৮ ৩৫,০০,০০০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ইজিপি) ২৩.১১.২০১৭	১৯.০২.২০১৮ ৩৪,৪৮,৩৩৬.৩৭৪	১৮.০৬.২০১৮	১৮.০৬.২০১৮	-
পণ্য-৩	ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফ ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক) ফেব্রুয়ারি-১৯	এপ্রিল-১৯ ৩,৫০,০০,০০০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক) ১৯/০২/২০১৯	৩০.০৪.২০১৯ ৩,৩৭,৮১,৫০০.০০	২৪.০৭.২০১৯	২৪.০৭.২০১৯	-
পণ্য-৪	ডিজিটাল ইউএইচডি ক্যামারা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক) ফেব্রুয়ারি-১৯	মে-১৯ ৫,০০,০০,০০০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক) ১৮/০২/২০১৯	০২.০৫.২০১৯ ৪,৭৯,৭৫,৮০০.০০	২৪.০৭.২০১৯	২৪.০৭.২০১৯	-
পণ্য-৫	ডিজিটাল পোস্ট প্রোডাকশন ইউনিট	লট-১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ইজিপি) মার্চ-২০১৮	এপ্রিল-১৮ ১,৮১,০০,০০০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ইজিপি) ০১.০৩.২০১৮	০৪.০৪.২০১৮ ১,৬৪,৮৭,৭৫০.০৬২	০৪.১২.২০১৮	১৭.০১.২০১৯	চাহিদাকৃত পণ্য বিশ্ব বাজারে সময়মত না পাওয়ায় বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়েছে।
পণ্য-৬	ওয়ার্ক স্টেশন	লট-২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ইজিপি) মে-২০১৭	জুন-১৭ ১৪,০০,০০০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ইজিপি) ১৫.০৫.২০১৭	০৬.০৬.২০১৭ ১৩,৯৩,৭৫৩.৮০	১৪.০৬.২০১৭	১৪.০৬.২০১৭	-

---

বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে মিডিয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১. **প্রকল্পের নাম** : বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে মিডিয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প [Capacity Building on Human Development Television (HDTV) Programmes in Bangladesh (1st Revised)].

২. **প্রকল্পের অবস্থান** : বাংলাদেশ টেলিভিশন, সদর দপ্তর, রামপুরা, ঢাকা

৩. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ টেলিভিশন

৪. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

৫. **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয়**	**পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়নকাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)**	**অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের%)**
মূল	**সংশোধিত**		**মূল**	**সংশোধিত**			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৭১৬.৮৯ [জিওবি: ৫০৩.৫৬+ প্রকল্প সাহায্য (জাইকা-ইন কাইন্ড): ২৬৩২.২২+ এটুআই কর্মসূচি (ইন কাইন্ড): ১৫৮১.১১]	৪৪১০.৫০ [জিওবি: ২৮১.১৭+ প্রকল্প সাহায্য (জাইকা-ইন কাইন্ড): ২৫৪৮.২২+ এটুআই কর্মসূচি (ইন কাইন্ড): ১৫৮১.১১]	৪৪০২.৩৯ [জিওবি: ২৭৬.০৬+ প্রকল্প সাহায্য (জাইকা-ইন কাইন্ড): ২৫৪৮.২২+ এটুআই কর্মসূচি (ইন কাইন্ড): ১৫৮১.১১]	০১.০৩. ২০১৬ – ৩১.১২. ২০১৭	ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি: ০১.০৩. ২০১৬ - ৩১.১২. ২০১৭ এবং ১ম সংশোধিত: ০১.০৩. ২০১৬ - ৩১.০৪. ২০১৯	২৯.০৫. ২০১৬ - ৩০.০৪. ২০১৯	৯৩.৩৩%	১৫৯%

৬. **অর্থায়নের উৎস**:
ক) জিওবি, খ) প্রকল্প সাহায্য: জাইকা (ইন কাইন্ড), গ) এটুআই কর্মসূচি (ইন কাইন্ড ও ইন ক্যাশ)।

৭. **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন:**

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		সংখ্যা/ পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক)	রাজস্ব ব্যয় :						
১	স্থানীয় স্টাফদের বেতন ভাতাদি	MM	১৭৫.৬৪ (১৭৫.৬৪)	৬×৩৫	১৭৫.৬৪ (১৭৫.৬৪)	৬×৩৫	
২	পারডিয়াম ও আবাসন (ভাতাদি)	LS	২৭৬.২০ (২৭৬.২০)	LS	২৭৬.২০ (২৭৬.২০)	LS	
৩	আন্তর্জাতিক পরামর্শকদের বেতন	MM	৭৭৬.০৬ (৭৭৬.০৬)	৬×৩৫	৭৭৬.০৬ (৭৭৬.০৬)	৬×৩৫	
৪	দেশে-বিদেশে ভ্রমণ	৮০	১৪৩.০১ (১৪৩.০১)	৮০	১৪৩.০১ (১৪৩.০১)	৮০	
৫	প্রশাসনিক ব্যয় ও লজিস্টিক	LS	৯৫.১৯ (৯৩.১৯)	LS	৯৪.৭৪ (৯৩.১৯)	LS	
৬	ভিডিও প্রোডাকশন (On Job Training)	৪৪	৪১৫.৮০ (৩৪৫.৮০)	৪৪	৪১৫.৮০ (৩৪৫.৮০)	৫৩	
৭	প্রতিবেদন ও যোগাযোগ	LS	২৫.১৪ (২৫.১৪)	LS	২৫.১৪ (২৫.১৪)	LS	
৮	বিজ্ঞপ্তি ও প্রকাশনা	১০	১১৯.০০ (১১৯.০০)	১০	১১৯.০০ (১১৯.০০)	১০	
৯	জরিপ	৫	১০.০০ (১০.০০)	৫	১০.০০ (১০.০০)	৫	
১০	জাপানে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ ও সেমিনার	২	১৪.৮৩ (১৪.৮৩)	৫	১৪.৮৩ (১৪.৮৩)	৫	
১১	বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ ও সেমিনার	৮	৯৬.০০ (৯৬.০০)	৬	৯৬.০০ (৯৬.০০)	৬	
১২	টেলিফোন/মোবাইল	LS	১.৫০	LS	১.৪৬	LS	
১৩	স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প	LS	২.০০	LS	১.৯৬	LS	
১৪	আপ্যায়ন ব্যয়	LS	৩.০০	LS	২.৬৪	LS	
১৫	সম্মানী /ভাতা	LS	২৯.৭৮	LS	২২.৯০	LS	
১৬	হায়ারিং চার্জ (মাইক্রোবাস)	১	৪০.০০	১	৩৯.৯৯	১	
১৭	বিবিধ ব্যয় (সাধারণ সরবরাহ)	LS	২.০০	LS	১.৬৯	LS	
১৮	অন্যান্য ব্যয়	LS	২.০০	LS	১.৯৯	LS	
১৯	কম্পিউটার/ডেস্কটপ/ল্যাপটপ মেরামত ও সংরক্ষণ	৫	৬.০০	৫	৫.৯৯	৫	
২০	অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	LS	১.৫০	LS	১.৫০	LS	
	(ক) উপ-মোট -রাজস্ব		**২২৩৪.৬৫ (জাইকা: ২০৭৪.৮৭)**		**২২২৬.৫৪ (জাইকা: ২০৭৪.৮৭)**		
(খ) মূলধন							
২১	ক্যামেরা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি	২১	১৬২.৬৫ (১৬২.৬৫)	২১	১৬২.৬৫ (১৬২.৬৫)	২১	

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		সংখ্যা/ পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২	মেশিনারিজ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	২৮	২৯.০৮ (২৯.০৮)	২৮	২৯.০৮ (২৯.০৮)	২৮	
২৩	অফিস যন্ত্রপাতি	৩৯	২৩.৭৭ (২৩.৭৭)	৩৯	২৩.৭৭ (২৩.৭৭)	৩৯	
২৪	ফার্নিচার ও ফিক্সার	LS	৩.০০	LS	৩.০০	৩০	
২৫	সিডি ভ্যাট	LS	১১৮.৩৯	LS	১১৮.৩৯	LS	
২৬	জাপানিজ কনজাম্পসন ট্যাক্স	LS	২৫৭.৮৫ (২৫৭.৮৫)	LS	২৫৭.৮৫ (২৫৭.৮৫)	LS	
২৭	মানব উন্নয়ন মিডিয়া কনটেন্ট উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ (ইন ক্যাশ)-এটুআই প্রোগ্রাম	LS	৪৪০.৫৯	LS	৪৪০.৫৯	LS	
২৮	মানব উন্নয়ন মিডিয়া কনটেন্ট উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ (ইন কাইন্ড)-এটুআই প্রোগ্রাম	LS	১১৪০.৫২	LS	১১৪০.৫২	LS	
	(খ) **উপ-মোট মূলধন**		**২১৭৫.৮৫ (জাইকা: ৪৭৩.৩৫)**		**২১৭৫.৮৫ (জাইকা: ৪৭৩.৩৫)**		জিওবি অংশের ৮.১১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে।
	সর্বমোট রাজস্ব+মূলধন (ক+খ):		**৪৪১০.৫০ (জাইকা: ২৫৪৮.২২)**		**৪৪০২.৩৯ (জাইকা: ২৫৪৮.২২)**		

জাইকা অংশের বরাদ্দকৃত অর্থ অঙ্গ ভিত্তিক ব্যয়ের আলাদা কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। আরটিএপিপি'র বরাদ্দ অনুসারে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে জাইকা কর্তৃপক্ষের দাখিলকৃত তথ্য থেকে জানা যায় বিধায় জাইকা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের অঙ্গভিত্তিক শতভাগ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। *(সূত্র:পিসিআর ও প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)।*

৮. **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:**

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে প্রদত্ত এবং সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, প্রকল্পের অধীনে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯. **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৯.১ **প্রকল্পের পটভূমি:**

বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে সরকারি সম্প্রচার পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের নিমিত্তে মার্চ ২০১৩ সালে এটুআই কর্মসূচির অনুরোধে Japan International Cooperation Agency (JICA) একটি জরিপ করে। জরিপের অংশ হিসেবে মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম উপাদান শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণে টেলিভিশনের যুব প্রযোজকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০১ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

উক্ত জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে HDTV (Human Development Television) চালুর প্রস্তুতি হিসেবে অনুষ্ঠান নির্মাণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার জাইকাকে অনুরোধ জানায়। প্রেক্ষিতে, জাইকা একটি প্রাথমিক সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহসহ বিটিভি'র সাথে আলোচনা করে। এর ফলাফল হিসেবে জানুয়ারি ২০১৫ মাসে জাইকা, ইআরডি, বিটিভি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয় এর মধ্যে প্রকল্পের মূল পরিকল্পনা, কর্ম কাঠামো ও দায়িত্ব সম্বলিত "Record of Discussion" স্বাক্ষরিত হয়।

প্রেক্ষিতে, জিওবি বাজেটের আওতায় ৫০৩.৫৬ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য (জাইকা ইন কাইন্ড) ২৬৩২.২২ লক্ষ টাকা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কর্মসূচির আওতায় (ইন কাইন্ড ও ইন ক্যাশ) ১৫৮১.১১ লক্ষ টাকা সর্বমোট ৪৭১৬.৮৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গত ২৯.০৫.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "একনেক" সভায় মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

১) মানব-সম্পদ উন্নয়মূলক (HDTV) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণের শিক্ষা ও জ্ঞানে উন্নয়ন সাধন।

২) মানব-সম্পদ উন্নয়মূলক অনুষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে মিডিয়া স্টাফদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

৯.৩ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম**:

ক) পরামর্শক নিয়োগ, খ) প্রশিক্ষণ (On the job training) প্রদান, গ) সেমিনার ও ওয়ার্কশপ (দেশে-বিদেশে) আয়োজন, ঘ) সম্প্রচার যন্ত্রপাতি, মেশিনারিজ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়, ঙ) মানব-সম্পদ উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান নির্মাণ, চ) গাড়ি ভাড়া, ছ) সিডি/ভ্যাট প্রভৃতি।

৯.৪ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:**

বিবরণ	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
মূল	২৯/০৫/২০১৬	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	২৬/০৯/২০১৬	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
১ম সংশোধন	০৫/১১/২০১৮	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৯.৫ **প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধন সংক্রান্ত তথ্যঃ**

প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ মার্চ ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকল্পটি ২৬.০৫.২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে জাইকার অনুরোধে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প মেয়াদ ৩ (তিন) মাস অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত গত ০৭.০২.২০১৮ তারিখে সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩য় Joint Coordination Committee (JCC) সভায় প্রকল্প মেয়াদ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিপ্রেক্ষিতে, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাসপূর্বক ৪৪১০.৫০ লক্ষ টাকা পুনঃনির্ধারণ করে সংশোধিত টিএপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, প্রকল্পটি গত ০৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ০১/০৪/২০১৮ থেকে ৩১/০৪/২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত মেয়াদে অনুমোদিত হয়।

৯.৬ প্রকল্পের ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ও ১ম সংশোধনের কারণ ও যৌক্তিকতা:

জাইকা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কর্মসূচি এবং জিওবি বাজেটের অর্থায়নে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে মিডিয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭১৬.৮৯ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ মার্চ ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকল্পটি ২৬.০৫.২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রেক্ষিতে ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের সাহায্য সংস্থা জাইকার অনুরোধে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ ৩ (তিন) মাস অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ২য় পর্যায়ে, প্রকল্প মেয়াদ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ বছর ১ মাস বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিম্নরূপ:

১) গত ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকল্পটির কার্যক্রম বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে জাইকা পরামর্শক টিমের বাংলাদেশে অবস্থানের সিদ্ধান্তে ও

প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয়। প্রেক্ষিতে, জাইকার অর্থায়নে আমদানিতব্য ব্রডকাস্টিং ইকুইপমেন্ট এবং মেশিনারিজ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকে বাংলাদেশে পৌঁছাবে বলে জাইকা কর্তৃক জানানো হয়। প্রেক্ষিতে, প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এছাড়া, প্রকল্পের অবশিষ্ট কারিগরি ও প্রোডাকশন ট্রেনিং, দর্শক মতামত গ্রহণ এবং জাইকার অভ্যন্তরীণ কারণে প্রকল্প মেয়াদ এপ্রিল ২০১৯ বৃদ্ধির জন্য জাইকা কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানায়।

প্রকল্পের আওতায় এটুআই ও বিটিভির সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন মিডিয়া কনটেন্ট উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ খাতের (কোড নং ৪৮৪০) ৯৬ টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ইতোমধ্যে ৭২টি অনুষ্ঠান নির্মাণ (রেডিও, টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়া প্রোগ্রাম) সম্পন্ন হয়। অবশিষ্ট ২৪টি অনুষ্ঠান নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

২) প্রেক্ষিতে, প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং জিওবি বাজেটের অর্থায়নে ভোকেশনাল ও কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সচেতনতা ও নিরাপত্তা বিষয়ক অতিরিক্ত ২০টি অনুষ্ঠান নির্মাণের নিমিত্ত গত ০৭.০২.২০১৮ তারিখে সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩য় Joint Coordination Committee (JCC) সভায় প্রকল্প মেয়াদ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে ইতোমধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সম্মতি পাওয়ার প্রেক্ষিতে জাইকা, এটুআই কর্মসূচি, ইআরডি, বিটিভি ও তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথভাবে প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি সংক্রান্ত "Amendment of Record of Discussion (R/D)" স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, প্রস্তাবিত সংশোধিত টিএপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত গত ৩০.০৬.২০১৭ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিপ্রেক্ষিতে, প্রকল্পটি গত ০৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ০১/০৪/২০১৮ থেকে ৩০/০৪/২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত মেয়াদে অনুমোদিত হয়।

৯.৭ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কি না	প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বকাল	
					আরম্ভ	সমাপ্ত
১.	মোছা: মাহফুজা আক্তার কন্ট্রোলার/প্রোগ্রাম ম্যানেজার বাংলাদেশ টেলিভিশন	-	অতিরিক্ত দায়িত্ব	না	২৬.০৬.২০১৬	৩০.০৪.২০১৯

৯.৮ বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়::

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	মূল টিএপিপি	সংশোধিত টিএপিপি	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	মোট প্রকৃত ব্যয়	সমর্পনকৃত অর্থের পরিমাণ
২০১৫-২০১৬	১২৬৩.৯৯ (জিওবি: ৩৩.১৫+ জাইকা: ১১১৯.১১+ +এটুআই: ১১১.৭৩)	-	-	-	-	

অর্থবছর	মূল টিএপিপি	সংশোধিত টিএপিপি	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	মোট প্রকৃত ব্যয়	সমর্পনকৃত অর্থের পরিমাণ
২০১৬-২০১৭	২৪৭০.৯২ (জিওবি: ৪৪৯.২১+ জাইকা: ১২০৬.১৫+ এটুআই: ৮১৫.৫৬)	২৬৪৫.৮৬ (জিওবি: ৭৫.২৮+ জাইকা: ১৪৭০.৫৮ +এটুআই: ১১০০.০০)	১৬৮২.০০ (জিওবি: ৮২.০০+ জাইকা: ১৬০০.০০ +এটুআই: ০.০০)	১৬৮৯.০০ (জিওবি: ৮২.০০+ জাইকা: ১৬০৭.০০ +এটুআই: ০.০০)	১৬৮২.২৮ (জিওবি: ৭৫.২৮+ জাইকা: ১৬০৭.০০ +এটুআই: ০.০০)	জিওবি: ৬.৭২
২০১৭-২০১৮	৯৮১.৯৭ (জিওবি: ২১.২০+ জাইকা: ৩০৬.৯৬+ এটুআই: ৬৫৩.৮১)	১১০৪.১৯ (জিওবি: ৩৬.০০+ জাইকা: ৫৮৭.০৮+ এটুআই: ৪৮১.১১)	২০৩৫.০০ (জিওবি: ৩৮৫.০০+ জাইকা: ৫৫০.০০+ এটুআই: ১১০০.০০)	২০৭৬.৩৩ (জিওবি: ৩৫.৬৫+ জাইকা: ৯৪০.৬৮+ এটুআই: ১১০০.০০)	২০৭৩.৫৩ (জিওবি: ৩২.৮৫+ জাইকা: ৯৪০.৬৮+ এটুআই: ১১০০.০০)	জিওবি: ২.৮০
২০১৮-২০১৯	-	৬৬০.৪৫ (জিওবি: ১৬৯.৮৯+ জাইকা: ৪৯০.৫৬ +এটুআই: ০.০০)	৬৫৫.১১ (জিওবি: ১৭৩.০০+ জাইকা: ১.০০+ এটুআই: ৪৮১.১১)	৬৫৫.৫০ (জিওবি: ১৭৩.৩৯+ জাইকা: ১.০০ +এটুআই: ৪৮১.১১)	৬৪৬.৫৮ (জিওবি: ১৬৪.৯৩+ জাইকা: ০.৫৪+ এটুআই: ৪৮১.১১)	জিওবি: ৮.৪৬

প্রকল্পটি গত ২৬.০৫.২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদিত হয়, বিধায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কোনও অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। (তথ্য সূত্র: পিসিআর ও পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী)।

৯.৯ **প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন**: মোট প্যাকেজ সংখ্যা ০৯টি, তন্মধ্যে পণ্য প্যাকেজ ০৮টি (জাইকা কর্তৃক বাস্তবায়িত ২টি ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত ০৬টি), সেবা প্যাকেজ ০১টি (জাইকা কর্তৃক বাস্তবায়িত)।
অনুমোদিত আরটিএপিপি'র সংস্থান ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বিভিন্ন ব্রডকাস্টিং ইকুইপমেন্ট, অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনারি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে দেয়া হলো।

১০। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:</u>**

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
১। মানব-সম্পদ উন্নয়মূলক (HDTV) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণের শিক্ষা ও জ্ঞানে উন্নয়ন সাধন।	১। প্রকল্পের আওতায় "HDTV Programme Production Team" কর্তৃক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত বিষয়সহ মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক বিষয় যেমন- শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিস্কাশন, কারিগরি দক্ষতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত আলোচনা, কমিউনিটি উন্নয়ন শাসন এবং জনসেবা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতমানের বিভিন্ন প্রামাণ্য অনুষ্ঠান/রিয়েলিটি শো (জীবনের গল্প, কোটি টাকার কৃষক, উদ্ভাবকের দেশে, উদ্ভাবকের খোঁজে, গল্প নয় সত্যি, জানতে চাই, কৃষি বিষয়ক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, কারিগরি শিক্ষা ও ট্রাফিক সিস্টেমের উপর প্রামাণ্য এবং আলোচনা অনুষ্ঠান প্রভৃতি) নির্মিত হয়েছে। অনুমোদিত সংশোধিত আরটিএপিপি'র সংস্থান ও কর্মপরিকল্পনা

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
	অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৬৮টি, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৩৭টি এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪৪টি, সর্বমোট ১৪৯টি অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে, যা নিয়মিত বেতার, টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণের শিক্ষা ও জ্ঞানে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।
২। মানব-সম্পদ উন্নয়মূলক অনুষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে মিডিয়া স্টাফদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	২। প্রকল্পের আওতায় বিটিভি, এটুআই, তথ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত "HDTV Programme Production team" এর অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও অনুষ্ঠান নির্দেশনা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মানব-সম্পদ উন্নয়মূলক অনুষ্ঠান নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত মোট ২১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/কর্মশালায় ৭৬৭ জন মিডিয়া স্টাফকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ (on-job training) পাশাপাশি, প্রকল্পের আওতায় জাইকার অর্থায়নে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্রডকাস্টিং ইকুইপমেন্ট, অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনারি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। এসকল যন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাইকা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বিটিভির সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে মানব-সম্পদ উন্নয়মূলক অনুষ্ঠান নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মিডিয়া স্টাফদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১. প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে মিডিয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত গত ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখ সোমবার রামপুরাস্থ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সাবেক প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের কন্ট্রোলার/প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছা: মাহফুজা আক্তার এবং বিটিভির প্রযোজক, প্রযোজনা সহযোগী, টেলিভিশন প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে বৈঠক করা হয়। বৈঠকে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনা করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শন ও দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

জিওবি অংশ: প্রকল্পের সংস্থান ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জিওবি অংশের আওতায় প্রধান প্রধান অঙ্গের মধ্যে ৫.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৫টি ল্যাপটপ/ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি প্রিন্টারসহ বিভিন্ন অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়, ৩.০০ লক্ষ টাকার অফিস আসবাবপত্র ক্রয়, ১.৯৬ লক্ষ টাকায় প্রয়োজনীয় অফিস স্টেশনারি ক্রয় এবং ১.৫০ টাকা ব্যয়ে অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান ধারণ, গবেষণা কাজ, তথ্য মন্ত্রণালয়, এটুআই ও জাইকা বাংলাদেশ অফিসসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে যাতায়াত ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ০১টি মাইক্রোবাস ভাড়া বাবদ ৩৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জিওবি অংশের সংস্থান হতে বিভিন্ন সময়ে পিএসসি, জেসিসি/পিআইসি, পিইসি ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং এ বাবদ সম্মানী প্রদান করা হয়েছে। জাইকার অর্থায়নে জাপান হতে সম্প্রচার যন্ত্রপাতি আমদানি বাবদ সিডি/ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া, জিওবি এর অর্থায়নে প্রকল্পের ভিডিও প্রোডাকশন (on job training) খাতের (অর্থনৈতিক খাত: ৪৮৩২) আওতায় জাইকা বিশেষজ্ঞ দলের সহায়তায় "HDTV Programme Production team" কর্তৃক ০৫টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান (জীবনের গল্প) এবং মানবাধিকার ও সমতা, সুস্বাস্থ্য, কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষা ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ এবং দুর্যোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে ২০টি অনুষ্ঠানসহ সর্বমোট ২৫টি অনুষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরএফকিউ পদ্ধতিতে একবারে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার উপর ব্যয়ের সুযোগ না থাকায় পণ্য প্যাকেজ-৪ বাস্তবায়নে অর্থাৎ মাইক্রোবাস ভাড়া করার ক্ষেত্রে মোট ৮বার আরএফকিউ পদ্ধতিতে মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে।

প্রকল্প সাহায্য (জাইকা অংশ): প্রকল্পের আরটিএপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী জাইকা কর্তৃক প্রধান অঙ্গসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- প্রশিক্ষণ প্রদান, ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন, দর্শক জরিপ পরিচালনা ও ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতি আমদানি। প্রেক্ষিতে, জাইকা কর্তৃক নিয়োজিত ৬জন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দেশে- বিদেশে ওয়ার্কশপ/সেমিনার

আয়োজন, প্রকল্প কর্তৃক গঠিত "HDTV Programme Production Team"-কে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও অনুষ্ঠান নির্মাণ, দর্শক জরিপ পরিচলনা সর্বোপরি যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নকাজে সহায়তা প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য, জাইকার অর্থায়নে অন-জব ট্রেনিং এর আওতায় 'জানতে চাই', এবং 'কৃষি বিষয়ক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান', ও ট্রাফিক সিস্টেমের উপর প্রামাণ্য ও আলোচনা অনুষ্ঠানসহ সর্বমোট ২৮টি অনুষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। টিএপিপি-তে জাইকার অর্থায়নে বাংলাদেশে ৮টি ও বিদেশে ২টি ওয়ার্কশপ/সেমিনারসহ সর্বমোট ১০টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের সংস্থান ছিল। তবে গত ১ জুলাই ২০১৬ তারিখে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে জাইকা বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটির কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে জেসিসি কমিটির (Joint Coordination Committee) সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদেশে ০৫টি (জাপানে ২টি, থাইল্যান্ড ১টি ও ভিয়েতনামে ২টি) এবং বাংলাদেশে ৬টি সর্বমোট ১১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, এটুআই কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত ১০টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালাসহ সর্বমোট ২১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/কর্মশালায় সর্বমোট ৭৬৭ জন মিডিয়া স্টাফ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ (on-job training) গ্রহণ করেন।

এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/কর্মশালায় আন্তর্জাতিক পরামর্শক দল (এনএইচকে ইন্টারন্যাশনাল, জাপান) ও দেশের খ্যাতিমান মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ একাধিক টিমে বিভক্ত হয়ে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিস্কাশন, কারিগরি দক্ষতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত আলোচনা, কমিউনিটি উন্নয়ন শাসন এবং জনসেবা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/কর্মশালায় অংশগ্রহণকৃত প্রযোজক, পরিচালক, প্রযোজনা সহযোগী, ভিডিও সম্পাদক, চিত্রগ্রাহক, বার্তা সম্পাদক প্রভৃতি প্রশিক্ষণার্থীগণ মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক টেলিভিশন (এইচডিটিভি) উন্নতমানের অনুষ্ঠান নির্মাণের যাবতীয় কারিগরি বিষয়ে সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন করেছেন।

পাশাপাশি, জাইকা বিশেষজ্ঞ দল ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও খুলনাসহ ৫ টি অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সী ২,৩০৪ জনেরও বেশি মানুষকে প্রকল্প কর্তৃক নির্মিত এইচডিটিভি অনুষ্ঠানসমূহ দেখিয়ে অনুষ্ঠানসমূহের প্রচার, মান উন্নয়ন এবং সরাসরি দর্শক প্রতিক্রিয়া গ্রহণের জন্য ২৮টি স্ক্রিনিং ইভেন্ট ও প্রতিক্রিয়া জরিপ পরিচালনা করেছে। নভেম্বর ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত পরিচালিত প্রতিটি স্ক্রিনিং ইভেন্টে জাইকা বিশেষজ্ঞ দল অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নপত্র জরিপ পরিচালনা করে এবং অনুষ্ঠানসমূহের বিষয়ে লিখিত প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শ সংগ্রহ করে। সমীক্ষা অনুসারে, অধিকাংশ দর্শক মতামতের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে "প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু অর্থবহ," "জীবনের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়," "আরও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন," "এটি আকর্ষণীয় ছিল", "এটি বোঝা সহজ ছিল এবং শিক্ষামূলক", ইত্যাদি ছিল। সামগ্রিকভাবে প্রায় ৮৫% মতামত ছিল উৎসাহমূলক এবং ইতিবাচক।

এছাড়া, জাইকার অর্থায়নে সর্বমোট ২১৫.৫০ লক্ষ টাকার সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অফিস যন্ত্রপাতি এবং ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতি, মেশিনারি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। আমদানিকৃত এ সকল যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে ল্যাপটপ, প্রিন্টার, প্রজেক্টর, ইউপিএস (অফিস যন্ত্রপাতি), ভিডিও ক্যামেরা ৮ সেট, ট্রাইপড ৮ সেট, বিভিন্ন ধরণের মাইক্রোফোন ৮ সেট, ল্যাপটপ ৮টি, ৯ ইঞ্চি ভিডিও মনিটর ৮টি, ৩২ ইঞ্চি ভিডিও মনিটর ৮টি, ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার ৮ টি, স্পিকার ৮টি, হেডফোন ৮টি, শুটিং লাইট ৮ সেট ও অডিও মিক্সার ১ সেট (ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতি)। এসকল যন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ০১জন জাইকা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বিটিভির সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ০২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে গত ১৪.০২.২০১৯ তারিখে যন্ত্রপাতিসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা কেন্দ্রে হস্তান্তর করা হয়। এ সকল যন্ত্রপাতি বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে উন্নতমানের অনুষ্ঠান নির্মাণসহ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান ধারণকাজে নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়।

এটুআই কর্মসূচি অংশ: প্রকল্পের আরটিএপিপি-তে 'মানব উন্নয়ন মিডিয়া কনটেন্ট উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ' খাতে সর্বমোট ১৫৮১.১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। টিএপিপি-র সংস্থান অনুযায়ী ও কর্মপরিকল্পনা অনুসারে উক্ত বরাদ্দ হতে ১০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাইকার সহযোগিতায় বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), এটুআই কর্মসূচি, তথ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত "HDTV

Programme Production Team" এ সকল কর্মসূচি/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, এটুআই কর্মসূচির অর্থায়নে 'কোটি টাকার কৃষক', 'উদ্ভাবকের দেশে', 'উদ্ভাবকের খোঁজে', 'গল্প নয় সত্যি', 'জীবন ও পাথেয়' শিরোনামে সর্বমোট ৯৬টি রেডিও, টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়া অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে।

এটুআই কর্মসূচির অর্থায়নে নির্মিত উক্ত ৯৬টি অনুষ্ঠানসহ জিওবি এর অর্থায়নে ২৫টি, জাইকার অর্থায়নে ২৮টি সর্বমোট ১৪৯টি অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও মানব-সম্পদ উন্নয়নমূলক বিষয়ে নির্মিত এ সকল অনুষ্ঠান নিয়মিত বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল (বিটিভি, সংসদ টিভি, এটিএন নিউজ ও আরটিভি) বেতার (বাংলাদেশ বেতারসহ একাধিক বেসরকারি কমিউনিটি রেডিও) এবং সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক, ইউটিউব প্রভৃতি)-তে প্রচার করা হয়েছে। এর ফলে এইচডিটিভি অনুষ্ঠান নির্মাণের সাথে জড়িত মিডিয়া স্টাফগণের সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনসাধারণের শিক্ষা ও জ্ঞানে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১.২ **গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম:**

প্রযোজ্য নয়।

১১.৩ **প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম:**

প্রকল্প সাহায্য (জাইকা) ও এটুআই কর্মসূচি'র আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলীসমূহ সমন্বয়ের পাশাপাশি অফিস যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, অফিস আসবাবপত্র ক্রয় এবং অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রোডাকশন টিমের যাতায়াতের জন্য ১টি মাইক্রোবাস ভাড়া প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। এছাড়া তিনি অনুষ্ঠান নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি, মিডিয়া স্টাফদের প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন, আমদানিকৃত যন্ত্রপাতিসমূহের সিডি/ভ্যাট প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন। পরিদর্শনকালে উল্লিখিত মালামাল ও কার্যক্রমসমূহ প্রত্যক্ষ করা হয়েছে এবং টিএপিপি অনুযায়ী যথাযথ প্রতীয়মান হয়েছে।

১১.৪ **হস্তান্তর কমিটি ও গ্রহণ কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা:**

প্রকল্পের আওতায় জাইকার অর্থায়নে আমদানিকৃত ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনারি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসমূহ কারিগরি পরিদর্শন ও গ্রহণ কমিটি (Technical Inspection and Acceptance)'র সুপারিশ মোতাবেক গ্রহণ ও বিটিভিকে হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, যন্ত্রপাতিসমূহ জাপান হতে গত ২৬/০১/২০১৯ তারিখে বিটিভিতে এসে পৌঁছায়। গত ০৭/০২/২০১৯ এবং ১৩/০২/২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)'র উপ-মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) এর সভাপতিত্বে কন্ট্রোলার/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার, প্রোগ্রামার, স্টোর অফিসার সদস্য হিসেবে এবং প্রকল্প পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত কারিগরি পরিদর্শন ও গ্রহণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটি জাইকা কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে যন্ত্রপাতিসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করে। কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতিসমূহ সংযোজন ও পরিচালনা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদানের জন্য ০১ জন জাইকা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রকৌশলী, চিত্রগ্রাহক ও এডিটরদের ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা করেছেন। একইসাথে, টিএপিপি'র তালিকা অনুযায়ী আমদানিকৃত ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতিসমূহ যথাযথ ও সঠিক পরিমাণে পাওয়ায় উক্ত কমিটি তা বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক গ্রহণের সুপারিশ করে, যা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, গত ১৪.০২.২০১৯ তারিখে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক জাইকা কর্তৃপক্ষ বরাবর যন্ত্রপাতি হ্যান্ডওভার সনদপত্র প্রদান করা হয়।

কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় কমিটি কর্তৃক কোন নেতিবাচক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া, পরিদর্শনকালে ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতিসমূহ বিটিভির ঢাকা সেন্টারের বিভিন্ন ওয়ার্কস্টেশনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং আরটিএপিপি অনুযায়ী যথাযথ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১.৫ প্রত্যাশি সংস্থার মতামত গ্রহণ:

বিটিভি'র মহাপরিচালক বলেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিটিভির HDTV Production Team এর সদস্যদের টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণের দক্ষতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিটিভিতে অনুষ্ঠান নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এখন আধুনিক প্রযুক্তির সাথে ভালোভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা এখন আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মানসম্পন্ন টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য বৈচিত্র্যময় সৃজনশীল ধারনা সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন। বিটিভি HDTV Production Team এর এই উন্নয়নের পাশাপাশি এখন টেলিভিশন অনুষ্ঠানে মানব উন্নয়নমূলক বিষয়বস্তু সংযোজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করছে বলে তিনি মনে করেন।

বিটিভির অনুষ্ঠান বিভাগের উপ মহাপরিচালক বলেন "বাংলাদেশ মানবসম্পদ উন্নয়নে টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে মিডিয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সংশ্লষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক বিষয়ের ওপর বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ করেছেন। ফলে মানসম্পন্ন টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে তাঁদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের মানোন্নয়ন ঘটেছে। মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক এ সকল অনুষ্ঠান সাধারণ জনগণের শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় জাইকা কর্তৃক প্রদত্ত সর্বাধুনিক সম্প্রচার যন্ত্রপাতিসমূহ বিটিভির অনুষ্ঠান নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশকে আরো সমৃদ্ধ করতে এ ধরণের আরো প্রকল্প গ্রহণ বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য সহায়ক হবে।

বিটিভির সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মনিরুল ইসলাম বলেন "বাংলাদেশ মানবসম্পদ উন্নয়নে টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে মিডিয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিটিভি'র অনুষ্ঠান নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কারিগরি দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জাইকার অর্থায়নে ক্রয়কৃত সম্প্রচার যন্ত্রপাতি বিশেষ করে Video Camera Recorder, মাইক্রোফোন, ল্যাপটপসহ এডিটিং এর সফটওয়্যার, EFP, LED লাইট ইত্যাদি সরবরাহের ফলে বিটিভির কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যন্ত্রপাতিসমূহ বর্তমানে অনুষ্ঠান নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। জাইকা তথা বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থাসমূহের সহায়তায় এ ধরণের প্রকল্প পুনরায় গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি টিভি অনুষ্ঠানের মান উত্তরাত্তরে বৃদ্ধি পাবে এবং প্রযুক্তিগতভাবে বাংলাদেশ টেলিভিশন আরও সমৃদ্ধ হবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

১১.৬ স্টক এন্ট্রি ও টিওএন্ডই ভুক্তকরণ:

প্রকল্পের আওতায় জাইকার অর্থায়নে আমদানিকৃত ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনারি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসমূহ কারিগরি পরিদর্শন ও গ্রহণ কমিটি (Technical Inspection and Acceptance)'র সুপারিশ মোতাবেক গ্রহণ ও বিটিভিকে হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিপিং স্টোর কর্তৃক স্টক এন্ট্রি করে যন্ত্রপাতিসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও ওয়ার্কস্টেশনসমূহে সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য স্টোর অফিসারকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তবে যন্ত্রপাতিসমূহ টিওএন্ডই ভুক্তকরণ করা হয়নি।

১১.৭ অডিট আপত্তি:

প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২০/১২/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জিওবি অংশের অডিট সম্পন্ন হয়েছে। পিসিআর প্রেরণের পূর্বে ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এটুআই অংশের অডিট সম্পন্ন হয়েছে। জিওবি ও জাইকা অংশের অডিট সম্পন্ন করার জন্য বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (FAPAD) কর্তৃক বিটিভি বরাবর যোগাযোগ করা হয়। কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির প্রকল্প সাহায্য অংশের বরাদ্দকৃত অর্থ ইন কাইন্ড হওয়ায় উক্ত অংশের বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ জাইকা কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে বিধায় জাইকা অংশের অডিটের প্রয়োজন নেই

বলে FAPAD কর্তৃক মৌখিকভাবে জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান, জাইকা কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য অংশের অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন হয়েছে বলে জাইকা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। পরবর্তীতে গত ২৮/০২/২০২০ তারিখে সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জিওবি অংশের অডিট সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রকল্প অফিস হতে জানা যায়।। কোন অডিট আপত্তি নেই বলে জানা যায়।

১১.৮ ত্রুটি বিচ্যুতি: নেই।

১১.৯ প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা:

প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ মার্চ ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রায় ৩ মাস পর গত ২৬.০৫.২০১৬ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে জাইকার অনুরোধে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদ ৩ (তিন) মাস অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

এছাড়া গত ১ জুলাই ২০১৬ তারিখে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে জাইকা বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে জাপান সরকার জাপানি নাগরিকদের ওপর বাংলাদেশ ভ্রমণে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটির কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। ফলে টিএপিপি-তে বিদেশে ২টি ও বাংলাদেশে ৮টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজনের সংস্থান থাকলেও জেসিসি কমিটির (Joint Coordination Committee) সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদেশে ০৫টি (জাপানে ২টি, থাইল্যান্ড ১টি ও ভিয়েতনামে ২টি) এবং বাংলাদেশে ৬টি সর্বমোট ১১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। একই কারণে প্রকল্পটির অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনসহ জাইকার অর্থায়নে জাপান হতে ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতি আমদানিতে বিলম্ব হয়। ফলে প্রকল্প মেয়াদ এপ্রিল ২০১৮ হতে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য জাইকা কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানায়। প্রেক্ষিতে গত ০৭.০২.২০১৮ তারিখে সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩য় Joint Coordination Committee (JCC) সভায় প্রকল্প মেয়াদ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, প্রকল্পটি গত ০৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ০১/০৪/২০১৮ থেকে ৩০/০৪/২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত মেয়াদে (১ম সংশোধন) অনুমোদিত হয়। ফলশ্রুতিতে, মূল টিএপিপি'র সময়কাল অনুযায়ী যথাসময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি।

১২. পরিদর্শনকালে গৃহীত কিছু স্থির চিত্র:





পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ বিটিভি'র কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়




জাইকা কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ পরিদর্শন

১৩. সুপারিশ/মতামত:

১৩.১ মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী ও মিডিয়া স্টাফদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১৩.২ জাইকা কর্তৃক সরবরাহকৃত মেশিনারি ও ইকুইপমেন্টসমূহ বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক টিওএন্ডইভুক্তকরণ, যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১৩.৩ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরএফকিউ পদ্ধতিতে একবারে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার বেশী ব্যয়ের সুযোগ থাকায় পণ্য প্যাকেজ-৪ বাস্তবায়নে মোট ৮বার আরএফকিউ পদ্ধতিতে মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদনকালে দীর্ঘ সময় প্রকল্প কাজে ব্যবহারের জন্য গাড়ি ভাড়া করার ক্ষেত্রে আরএফকিউ পদ্ধতিতে বারবার দরপত্র আহবান করা থেকে বিরত থাকার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে।

ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক) পণ্য প্যাকেজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি:

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় বিবরণী	একক/ সংখ্যা	টিএপিপি অনুযায়ী		বাস্তবে				পর্যালোচনা/মতামত
			দরপত্র আহবানের পদ্ধতি ও তারিখ	দরপত্রের প্রাক্কলিত ব্যয় ও চুক্তির তারিখ	দরপত্র আহবানের পদ্ধতি ও তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		
							চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
GD-CH1	সম্প্রচার যন্ত্রপাতি (Broadcasting Equipment)	৪৯টি	কোটেশন (জাইকা) এপ্রিল '১৮	১৯১.৭৩	-	-	-	১৪.০২.১৯	JICA Procurement Guidelines অনুযায়ী জাপান হতে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ২৬/০১/২০১৯ তারিখে বিটিভিতে এসে পৌঁছায় এবং ১৪/০২/২০১৯ তারিখে জাইকা কর্তৃক বিটিভিকে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।
GD-CH2	অফিস যন্ত্রপাতি	৩৯টি	কোটেশন (জাইকা) জুলাই '১৬	২৩.৭৭	-	-	-	-	জাইকা কর্তৃক জাপান হতে বিভিন্ন সময়ে যন্ত্রপাতিসমূহ আমদানি করা হয়েছে।
জিডি-১	আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল, ফাইল কেবিনেট ইত্যাদি)	৩০টি	কোটেশন (RFQ) মে '১৭	৩.০০	১৬.০৪.১৭	৩.০০ ০৪.০৫.১৭	১১.০৫.১৭	১০.০৫.১৭	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
জিডি-২	অফিস স্টেশনারিজ	প্রয়োজন মত	ক্যাশ ভাউচার/ RFQ	২.০০	ক্যাশ ভাউচারে	-	-	-	এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে প্রয়োজন অনুসারে ক্যাশ ভাউচারের মাধ্যমে প্রকল্পের অফিস স্টেশনারিজ ক্রয় বাবদ ১.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
জিডি-৩	মাইক্রোবাস ভাড়া (১টি)	১টি	কোটেশন (RFQ	৪০.০০	১৩.৬.১৬	৪.১১ ৩০.৬.১৬	৩০.১০.১৬	৩০.১০.১৬	পিপিআর ২০০৮ অনুসারে RFQ পদ্ধতিতে ৫.০ লক্ষ টাকার সীমার মধ্যে ০৮ বার দরপত্র আহবানপূর্বক মোট ৩৯.৯৯ লক্ষ টাকায় মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে
					৯.১০.১৬	৪.১৪ ৩০.১০.১৬	২৯.২.১৬	২৯.২.১৬	
					১৩.২.১৬	৪.১৪ ০১.৩.১৭	৩০.৬.১৭	৩০.৬.১৭	
					১১.৬.১৭	৪.৪০ ২৯.৬.১৭	৩১.১০.১৭	৩১.১০.১৭	
					৯.১০.১৭	৪.৭৮ ৩১.১০.১৭	২৮.০২.১৮	২৮.০২.১৮	
					৮.২.১৮	৪.৭৮ ২৮.০২.১৮	৩০.০৬.১৮	৩০.০৬.১৮	
					৭.৬.১৮	৫.৪৬ ২৬.৬.১৮	৩১.১০.১৮	৩১.১০.১৮	
					৭.১০.১৮	৫.৪৮	২৮.০২.	২৮.২.১৯	

						৩০.১০.১৮	১৯		
					শর্ত অনুযায়ী চুক্তির মেয়াদ মেয়াদ ২ মাস বৃদ্ধি	২.৭০ ২৬.২.১৯	৩০.৪.১৯	৩০.৪.১৯	
জিডি-৪	ডেস্কটপ/ ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয়	৫টি	প্রয়োজন অনুসারে/ RFQ	৬.০০	ক্যাশ ভাউচার/ RFQ	-	৫.৯৯	-	প্রয়োজন অনুসারে ক্যাশ ভাউচার/RFQ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।
জিডি-৫	মেরামত ও সংরক্ষণ	LS	প্রয়োজন অনুসারে/ RFQ	১.৫০	ক্যাশ ভাউচারে	-	১.৫০	-	প্রয়োজন অনুসারে ক্যাশ ভাউচারের মাধ্যমে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
জিডি৬	বিবিধ	LS	প্রয়োজন অনুসারে/ RFQ	২.০০	ক্যাশ ভাউচারে	-	১.৯৯	-	প্রয়োজন অনুসারে ক্যাশ ভাউচারের মাধ্যমে বিবিধ অফিস সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ ১.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(খ) সেবা প্যাকেজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি:

SVC1-CH	**Consultancy Services for T.A Project**	১০০	জাইকা (RFP)	৭৭৬.০৬	-	-	-	-	জাইকা বাংলাদেশ অফিস কর্তৃক JICA Procurement Guidelines অনুযায়ী প্রকল্পের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে।